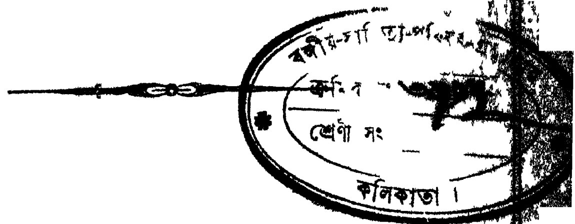
৩৭৮২

# সঙ্গীত কুসুম।

শ্রীমতী নীরদা মিত্র।

১৩১৭ সাল।

# উৎসর্গ পত্র।




পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ দে,

এম্, এ; আই, সি, এস্, বার্-এট-ল,

মহাশয়ের পত্নী—

শ্রীমতী নগেন্দ্র নন্দিনী দে।

প্রিয় ভগ্নি ?

আমার বন্ধুত্বের আদর্শ স্বরূপ এই ক্ষুদ্র "সঙ্গীত-কুসুম" পুস্তকখানি আপনার কোমল কর-কমলে অর্পণ করিলাম। আশা করি গ্রহণ করিবেন।

হুগলী,
শ্রাবণ—১৩১৭ সাল।

শ্রীমতী নীরদা মিত্র।

## আ



## এ



## ও

## ক



## ছ



## জ



## ত

## দ



## প



## ফ



## ব



## ভ



## ম



## য



## র

## ল



## শ



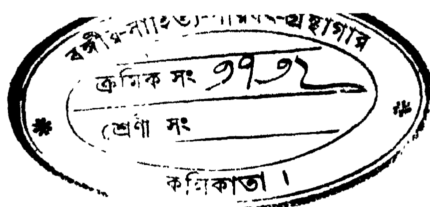
## স



## হ








# সঙ্গীত কুসুম।

বেহাগ—একতালা।

হে গিরিবর!
তব অবয়ব হেরি কি সুন্দর।
জড়িত লতা তরুরাজি, থরে থরে ফুল সাজি,
তব অঙ্গরতনে মাজি, দেখিতে মনোহর।
কিবা ঝরে নির্ঝরে ঝরণী, আসিতেছে অবনী,
সুমধুর ধ্বনি ওহে পর্ব্বতপ্রবর!
শাখার উপরে শিখী, নানা জাতি দেখি,
কলরবে সুধা মাখি দিতেছে উত্তর।
ওহে হিমালয়! এসেছি তোমারি আলয়;
তব বায়, শীতকায়, কাঁপে কলেবর থর থর।
সুনীল আকাশে তব চূড়া বিকাশে;
করি তব চরণোদ্দেশে নমস্কার।
কিবা কাঞ্চন জঙ্ঘা, যেন গড়িত টঙ্কা
দিতেছে যেন উচ্চ ডঙ্কা হ'য়ে সত্বর।
কত পথ যায় দেখা, তব গায়ে আঁকা বাঁকা
কোথা আছেন জীবের সখা, বলে দাও হে ধরাধর।
ওহে নীলকায়, কহে নীরদায়
দেখি তোমায় নীরদয়, তব অঙ্গ করিল অন্তর॥

শঙ্করা— দ্রুত একতালা।

আহা কিবা গৌরী শঙ্কর।
জয় জয় জয় মহেশ্বর;
জয় হর হর বম্ বম্ বম্ হর হর স্মর।
যাঁ'রে এভারেষ্ট বলে, ইংরাজ মহলে,
সকলে তৎপর।
কত দূরে অদূরে দেখা যায় ঐ গিরি ধবলা,
যত পর্ব্বত, ক'রে শির নত,
মালা দেয় কত, তোমার গলা হ'য়ে প্রণবর।
জঙ্ঘা কাঞ্চনের পাছে, জলা মিয়া পড়ে আছে,
সদা নাচে, বলে দেখিব তোমার চন্দ্রচূড়।
পর্ব্বত ধূম, সেথা নাহিক উম;
মাথাতে সর্ব্বদা ধূম প্রফুল্ল অন্তর।
স্নুধু নয় পর্ব্বত শেখর, সবে গুণাকর;
প্রাণস্নিগ্ধকর, ওষধি প্রদান কর, সবে গুণেরি আকর।
পর্ব্বতোপরি, কিবা চায়ের কেয়ারী,
বৃক্ষ সারি সারি, যত দেখি ফিরি বহুতর।
কত থাকে থাকে, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে,
কীরা কীট বলে তাকে, শ্রবণ না থাকে, হ'তে হয় বধির
এদেশের যত নরনারী, দেখিতে কিন্নর কিন্নরী,
অধিকন্তু নাক হেরি, কিম্ভুত কিমাকার।
কত সারি সারি, দূর হ'তে দেখি পাল্কী গাড়ী,
কত কেয়ারী, স্থান স্থানান্তর।
ওহে দুর্জ্জয় লিঙ্গ! তোমারে বলে দাবজিলিঙ্গ,
দেখিতে তোমার অঙ্গ, সুঅঙ্গ সুন্দর।

এধারে নেপাল, আছে চিরকাল,
তুমি হে মহিপাল মহেশ্বর।
পূর্ব্ব ধামে, না জানি কি কামে,
কামক্ষ্যা নামে, আছেন কামরূপ কামেশ্বর।
পাহাড়ের গায় কত মেঘ জড়ায়,
শোভা পায়,—কোথা চলে যায় দিক্ দিগন্তর।
মাঝে মাঝে কত উপত্যকায়, কিবা শোভা ধরে তায়,
নীর চলে যায়, ঝরণা ত্বরাতর।
পর্ব্বতরাজে ছাড়িয়া, যত এঁকিয়া বেঁকিয়া,
চলেছে নদীয়া, সাগরে বহিয়া দ্রুততর।
এধারে টেরায়, সদা দেখা যায়,
জল চ'লে যায় দূর দূরান্তর।
এধারে আমাদের উপরি, আছে সাহেব বাড়ী,
কত কারিকুরি যার বাড়ী, নাম তাঁরি কর্ণেল রসিকবর।
আমাদের বাড়ী, আছে মধ্য পর্ব্বতোপরি,
আছে কিছু বাহাদুরী, সবের হোতে ঘর বড় বড়।
সম্মুখে থানা, করে লোক আনাগনা;
দেখরে গির্জে থানা বরাবর।
এধারে গোর, নাহিক সার সোর,
সদা বিষাদে ভোর প্রাণেরি ভিতর।
নীরদে ভণে, তোমারি চরণ গুণে,
রেখ হে ঐ চরণে, করি নমস্কার॥

## মেঘের বর্ণনা।

### মেঘ—একতালা।

মেঘ যায়, ধর তায়,
ধরিতে না পারি।
ওহে মধুকৈটভারি কি করি।
মলয় পবনে, যায়ত ঘনে ঘনে,
মাথা পায়ের উপরি।
বৃক্ষগণে, সব জনে জনে,
করায়ে স্নানে, দিয়ে বাষ্পবারি।
ফুল যথা, সহিত পাতা,
লতা নাড়িয়া মাথা, হয় বিভোরি।
প্রজাপতিগণে, ধায়ত তোমার সনে
কত রঙ্গনে, ক্ষণে ক্ষণে পাখা নাড়ি।
ওহে অম্বর! সিন্ধু সোদর
শুন জলধর, তোমারে ধরি।
মেঘ তুমি আমাদের দেশে, যাও তুমি উর্দ্ধদেশে,
পাইনা হে তোমার উদ্দেশে, সেথা তুমি নীর ধরি।
তুমি উড়িয়া উড়িয়া, বেড়িয়া বেড়িয়া,
ঘুরিয়া হেথা আসিয়া, ল'য়েছ শরণ শিখরোপরি।
এই কি তোমারি কর্ম্ম, জেনেছি মর্ম্ম,
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমারি।
এদেশের বৃক্ষ, সবেই ঐক্য,
হয় না রুক্ষ, করে ভাবে জড়াজড়ি।
কত হেলিয়া দুলিয়া, মেঘের কোলিয়া,
দিতেছে বৃক্ষ সুখের সাঁতারি।

তাহার সহ, কত সুগন্ধ বহ,
আনন্দ দেহ, নাসাপরি।
মেঘ তুমি আমাদের পাপী ব'লে, যাওনা হে সে মহলে,
গেলে যাবে জ্বলে, আছ ভাল তাই আছ দূর দূরান্তরি।
এদেশে শিবের আজ্ঞায়, সুধা সঞ্চরিতে হয়,
সর্ব্ব পর্ব্বতোময় হ'য়ে আজ্ঞাকারী।
ওহে মেঘরাজ! তুমি ভিস্তি, অমিয় আনিছ কিস্তি কিস্তি,
নাহি কি তোমার সোয়াস্তি, কর কত ছড়াছড়ি।
ওহে জলধর, তুমি বড় চতুর,
আনিয়ে জল সাগরের, বিলাও অনিবারি।
আনিয়ে সুধাসিন্ধুর জল, প্রদান কর জল, স্থল,
পর্ব্বত, সমতল, সুধা সিঞ্চরি।
তোমার কার্য্য হে মহত্ত্ব, তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া যাইলে গভীর গর্ত্ত,
পুনঃ হইলে উদ্ধৃত ধূমাকারে বিস্তারি।
দেখিলাম মেঘের আছে জীবন, করে গমনাগমন,
সময়ে করে তর্জ্জন গর্জ্জন, চপলা সুন্দরী লয়ে করে হুড়াহুড়ি।
ঘন মেঘ দরশনে, যেন হেরি শ্যামধনে
ঘর্ষণে বারি বর্ষণে তড়িত লতা আলাপনে, ডরে প্রাণ সবারি।
বৈকালে পাহাড়ে যেতে, দেখিলাম পথে,
সন্ধ্যা দেবী আগতে, অপূর্ব্ব মাধুরী।
মেঘ লাল পাহাড় কাল, সেজেছে ভাল,
যেন শ্যামাশিরে সিন্দুরে দিয়েছে ভোরি।
সবে বল হৃদি চমকিল, কেমন কেমন শোভিল,
পার্ব্বতী প্রকৃতি সুন্দরী।
ওহে দয়াময় এ বিশ্বচয় তোমার সমুদয়,
বড় সুখ হয় হেরে নীরদারি।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আজ নিশীথ কোজাগরী
মলয়রাজে, কিবা সাজে সুধাকর মাধুরী।
কত হাসে ভাষে, নিশাকর পাশে, তারকা সুন্দরী,
পূর্ণ পূর্ণিমা চন্দ্রমা, দিতে উপমা গেছে চাঁদ চকোরী।
কুসুম যত, হয়ে উল্লসিত, বিকসিত শরণ ল'য়ে তোহারি।
বৃক্ষচয়, সবে সুখময়, সুধু সুধাময় কিরণ বিতরি।
গভীর গহন, বৃক্ষ কানন,
যেন যোগীজন যোগে মন,
করে আরাধন হ'তে উতরি।
আদরে ধরা, সুখে ভরা, যাও মনচোরা করে চুরি।
তোমার প্রভায়, প্রাণ গ'লে যায়, বল সবাই হরি হরি।
মলয়েরি পাশে, ঢলে পড় হেসে,
যাও কোন্ দেশে, হেরে মন বিকল আমারি।
নীরদার মন হয় উচাটন,
ধীর গমন নিরখি তোমারি।

---

পরজ—একতালা।

ওমা মেঘবরণী কালী,
মেঘে দেখা দিয়ে মাগো মেঘে কোথা লুকালি।
কৈলাস শিখরে, দাঁড়াইয়া অম্বরে,
শিবের উপরে মুণ্ডমালী।
এই ছিলি, কোথা গেলি আমারে মা ফাঁকি দিলি,
দাঁড়া মা বৈতালী।
মা আমি তোমার সঙ্গে যাব, আর দুঃখ না সহিব,
আর না আসিব, সুখে থাকিব চিরকালি।

রাঙ্গা ফল মা দিলি হাতে, সহ্য নাই মা তাহাতে,
জানা গেল মা চর্ব্বণেতে, দিন গেল মা বিফলেতে,
মিছে কেন ভুলালি।
অসি, বরাভয় হাতে মুণ্ডমালা গলাতে,
মুকুট ঠেকে যে গগনেতে শিব প'ড়ে আছে তোর পদতলি।
লোল জিহ্বা শশী ভালে, নরকর কত কোটিতলে,
কর্ণে দুটা মৃত ছেলে ওমা করালী।
নীরদ বরণী শ্যামা, পুনঃ ওমা দেখা দেমা,
সুখী কর আমা, নীরদা করে কৃতাঞ্জলি।

সন ১৩১২ সালে শ্রী শ্রী৺কালীপূজার দিনে কৈলাস পর্ব্বতে মেঘের ভিতর শ্রী শ্রী৺কালীকা দেবীকে দর্শন করিয়াছিলাম এবং আরও দুই-চারিজনকে দেখাইয়াছিলাম, সেইজন্য এই গীত রচনা করিয়াছি।

রচয়িতা
শ্রীন ৹ী—

---

কালাংড়া—ঠুংরী।

হরি নারী কেন গড়িলে,
তুমি নারী কেন গড়িলে।
তোমায় এ মতি কে দিলে।
ভাসাইয়া নারী বারিধি সলিলে।
নারী হওয়া কত সুখ, গড়িত না চতুর্ম্মুখ,
জানিত নারীর দুঃখ নারী হ'লে।
নারী হওয়া যে কষ্ট, শুনহে শ্রীকৃষ্ণ,
বলি স্পষ্ট নারী জনমিলে!

একবার শম্ভু নারী হয়েছিলেন কভু, হয়েছিলেন হবু,
তবু নারী সবে করিলে।
গড়িয়ে নারী প্রকৃতি, দিলে কত দুর্গতি,
সুখ নাই কোন মতে নারীর কপালে।
দেখে মনে অনুমানি, এহেন সীতাঠাকুরাণী,
রাম রঘুমণি বনে কেন দিলে।
নারী গ'ড়না আর পুনর্ব্বার দিতে দুঃখভার,
নারদা কাতরে বলে।

---

পিলুবাঁরোয়া—ঠুংরী।

ও তুলসী সুন্দরী—
তোমায় যতনে ভকতি করি,
দেবি! তোমার গায়ে গাঁথা, আছে তেত্রিশ কোটী দেবতা,
কি কব গুণের কথা
দেবি! তুমি আছ যেথা
নারোগ হয় তথা, কি কব তার বারতা,
তুমি সতী বৃন্দানারী।
নারায়ণ শির'পরে থাক তুমি আদরে
রাখে যতন ক'রে শ্রীহরি।
আছ তুমি মম প্রাঙ্গণে তব নিজগুণে ধর শোভনে
যতন গুণ ধরি।
ভকত মান্য করে, অভকত অনাদরে,
অমান্য করে কেবল কুক্কুর কুক্কুরী।
সীতাদেবী কুপিল, এহেন তোমার হ'ল,
নারায়ণ দেখিলে রাখেন ক'রে আতুরী।

---

পিলু বাঁরোয়া— ত্রিতাল।

তাই বলি মন।
ওরে যুগল রতন,
ভাব রাধা রমন
সে যে অকূল তারণ:
ছাড় কু-আশা আসিবে কোয়াশা
ঘোর তমঃস্বন।
মজ সে পদে, থাকিবে সম্পদে
না পড়িবে বিপদে লও তারি শরণ।
নীরদা বলে হরিহে ভুলনা কোনকালে,
বেথ হে তব চরণ তলে, ক'রে দয়া বিতরণ॥

---

কাফি—যৎ।

আমার পাগল মন।
আমার পাগল মন।
হ'ল উচাটন।
এ দুঃখ-বারি, কিসে নিবারি,
জ্বলে অনিবারি জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
এযে নিভেনা জলে, জলধি জলে
প্রাণ জ্বলে নহে নিবারণ।
ওহে শ্রীহরি! এখন কি করি,
তোমার নাম মন্ত্র ধরি, ওষধি যন্ত্র ভরি,
হৃদয় ভিতরি, নীরদারে তরাও ওহে ভবতারণ!

---

কাফিসিন্ধু—যৎ।

হরি হে তোমার নামটী ভাল
বলিয়ে, প্রাণ জুড়ায়ে গেল।
কি ব'লে ডাকিতে হয়, জানি না হে তাব পবিচয়,
কি কৌশল।
তুমি তারণ, কারণ, ভরণ,
প্রাণ দেহের বল।

সিন্ধু—ঠুংরী।

হরি তরী কেন ভাসালে।
তুমি তরী কেন ভাসালে।
ভাসালে অগাধ জলধি জলে।
দেখিয়ে জলেরি কল্লোল হইয়ে বিহ্বল,
প্রাণ হয় উথল, আমি কোথা ছিলাম কোথায় আনিলে।
তুমি হে সুরসিক, শুন হে নাবিক,
শুন বারেক, আমায় ফেল না অতল তলে।
ওহে আর্য্য, করহে এই কার্য্য,
ক'রে তাৎপর্য্য, নীরদারে রেখ তব চরণ কমলে।

দেশ—একতালা।

আমার মন হ'ল বিকল।
এ যে দেখি সংসার বিকল।
ওহে দীন-বন্ধু, কৃপা-সিন্ধু,
একি খেলা খেল।
এ যে দেখি না ভাল, প্রাণ জ্বলে গেল,
কি করি বল।

এখা আশা, দুঃখে ভাসা,
কি আছে ভরসা, দাও হে তব চরণ ভেল।
কর হে উপায়, ওহে দয়াময়!
কহি হে তোমায়, কর বিতরণ তব পদ কমল।
ওহে পরমানন্দ! দাও হে তোমার চরণারবিন্দ,
করি আনন্দ, হউক জীবন সকল, দুঃখ যাক দূরে সকল।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও লাল কানাইয়া, ও লাল কানাইয়া!
বাঁশীটা বাজাও দেখি চূড়াটী হেলাইয়া।
তুমি অমল বিমল, কর ঝলমল,
কমলোপরে জড়াইয়া।
দেখি সু-দৃষ্টে, আছ পৃষ্টে
শ্রীকৃষ্ণে জড়াইয়া।
শিখিবে ব'লে বেণু, ওহে কানু বেষ্টিয়ে তব তনু, বুঝি রাধা রঙ্গিয়া!
বংশীটী ধরে দিয়া বাহুলতা, রাজার দুহিতা তব বনিতা,
কিবা মন-মোহনিয়া।
কর দরশন যুগল রতন, যাবে ভয় মরণ,
কিবা চরণে চরণ দিয়া আছ বাঁকাইয়া।
কিবা শোভা মনোলোভা, মম ভাগ্য কিবা,
নীরদার হ'ল, জনম সফল, হেরে যুগলিয়া॥

টৌড়ী—একতালা।

ওহে শৈলবর, কৈলাস শিখর,
বিদায় দাও আমারে।
কহি বিনয়ে, আমি স্বজন ল'য়ে,
তবে যাই ঘরে।

তোমার ঔষধি-ভাণ্ডার, ল'য়েছি অপার,
হ'ল উপকার তোমার বরে।
তোমার আশীর্ব্বাদে, বাঁচে যেন চিরকাল অবাধে,
যেতে প্রাণ কাঁদে, ছেড়ে তোমারে।
পুনঃ আমাদের, আনিও তোমার ঘর,
বৎসর বৎসর পর তব আগারে।
পার্ব্বতীর কৃপায়, হইল পুষ্টকায়,
প্রণাম কর সবায়, দেব দেবী গৌরী শঙ্করে॥

---

কেদার—ত্রিতাল।

এবার সুখ না পেলাম পর্ব্বতে।
এ মা পার্ব্বতী! রাখ মা তোমার পদেতে।
আমার প্রিয় ভগিনী মিসেস্ দত্ত নাই এখানেতে,
গানের লহরী, কত উঠিত মাধুরী, কত সুতানেতে।
আমি যথা যাই, সুখ না পাই খেতে শুতে।
স্বদেশের জ্বালায়, প্রাণ জ্বলি যায়,
সুখ না চায় কোন মতে।
ওমা শঙ্করী, উপায় কি করি,
এখন রাখ মা তোমারি সাথেতে।

---

হাম্বীর—যৎ।

ওরে দেখবি যদি হেতিয়া,
আয়রে আয় এগিয়া।
পথে যেতে সাথে, কৈলাস পর্ব্বতে,
নারী নবম-বর্ষীয়া।

সে যে কৃষ্ণ-ভক্ত, অনুরক্ত,
শঙ্খাসুরে হারিয়া।
এ নয় অস্ত্র, এ নয় শস্ত্র,
সেটা হাতে গোটা আছে পরিয়া।
কৈলাস পর্ব্বতে, আস্ত শাঁখ হাতে,
অলঙ্কার করিয়া পরিয়া আছে।

---

মালশ্রী—চৌতাল।

ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এ'ছি, দেখ দিদিমণি!
তুমি ক্ষণেক তরে হ'তে পারিলে না পর্ব্বত বাসিনী।
আবার শীতল বলে মাঝে মাঝে স্যাওড়া গাছের পেতিনী।
আমারও মানসিক যত, ননদি ভুগুণ তত,
ক'রে সংযত বাঁধুন হাত দু'খানি।
মাতা অবলা বালা, নাহি জানে কোন ছল',
সদা বিহ্বলা জননী।
পড়িয়ে বাবার, মন তব সদা কাঁদে,
দিদিমা তাহাতে দুঃখের দুঃখিনী।
খোকার বৃত্তান্ত, ভাবি একান্ত,
আসিলে হইতাম শান্ত, এবে তার শুষ্ক মুখখানি।
বিজয়ার প্রণতি, করি জনে জনের প্রতি,
কর যদি আশীর্ব্বাণী—।

---

ভূপালী—একতালা।

কি কর বাছাধন বসিয়ে কোণায়।
তুমি আসিলে না কেন পার্ব্বতীর আলয়।

পূজা বড় মজা, খেতে ভাল লাগে খাজা গজা,
শেষে থাকে না ধ্বজা, জ্বরাসুরের কৃপায়।
আসিল সপ্তমী, ঘুচিল অষ্টমী;
নিভিল নবমী, দশমী ত যায়।
তৎপরে, তাহার পরে, কহি তবে অতঃপরে,
ভুগ জ্বরের জ্বালায়।
জ্বরে ছট্‌ফটানি, প্রাণ করে আনটানি,
কোথা গেলে বাঁচে প্রাণ করহ উপায়।
কুজন কু-ভাষে সুজন তাহাতে হাসে
প্রাণ আসে বিদেশে পলায়।

---

ইমন ভূপালী—আড়াঠেকা।

পদ্মা সলিল যানে।
মিলিল রমণী রতনে।
শুভদিনে শুভক্ষণে।
শুভানী বিপ্রাণী দিদিমণি সনে।
নামে সুরতকুমারী অপূর্ব্ব সুন্দরী বরাননে।
প্রসন্ন হয় তারা, তাঁরি দ্বারা, দেখি পারা, দেখি নয়নে।
সে ধ্বনি, অমিয়ের খনি,, বসিয়ে আপনি কাষ্ঠাসনে।
চায়না চেয়ার, না করে কেয়ার, অমায়িকের ভাব আবার মনে।
পর্ব্বতে আসিয়া, দুই দুহিতা মিলিয়া, সুখেতে ভাসিয়া দুই জনে।
আহা গুণবতী সতী, সে হেন মূরতি আছে নত্র প্রাণে।
দেখ ভাই, ভুল নাই, কহি তাই, রেখ চরণে শরণে।

---

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কাটা কন্ধ, গাড়ী বন্ধ, একি হ'ল দায়।
নয় মন্দ, করে দ্বন্দ্ব, বেতন বাড়ায়।
যত সব কর্ম্মচারী, গেল বাড়ী, রেল ছাড়ি, রেল যায়।
লোক যত রেলে করিত যাতায়াত, এখন দিয়ে মাথায় হাত,
বলে কি হবে উপায়।
ছয় মাসের পথে, যেতাম বাস্পরথে,
এখন না পারি যেতে একদিনেতে চলা নাহি যায়।
আর বাঁচিনে প্রাণে, প'ড়ে থাকে যে যেখানে,
কেহ কার সন্ধান না পায়।
ডাক হইল বন্ধিত, রেলের সহিত,
হয়ে জড়িত, রেল বাবু সবার।
রেল আবদ্ধ শুনে, বাজার হল আগুণে
ওরে ভাই পেট চলে কেমনে, সবে ফুকরায়।
রেল হয় আবদ্ধ, তারিখ চৌদ্দ করিল জব্দ,
এ বড় মজায়।
ক'রে আশ্বস্ত, ডাকে রেল বামহস্ত,
হ'য়ে ব্যস্ত বলে আয় নৈহায়।
সবে বলে হে ভগবান, করহে ব্যবধান,
চালাও বাস্পযান তোমার কৃপায়।

লগ্নী—একতালা।

এবার হুগলির হ'ল জনম সফল।
ওরে ভাই আসিল আসিল জলেরি কল।
হয়ে সিজা, বি, দে, রাজা,
এ কার্য্যে মাতিল।

যত ভদ্র কর্ম্মচারী. করে বহু বিচারি,
ক'রে মারামারি, এ কীর্ত্তি রাখিল।
এ সকল মানবে, দেবদেহ হ'বে,
সম্পদে থাকিবে পেয়ে দেব-বল।
পাইয়ে নর অংশ অবতার, করিল এ উপকার,
আনিল জলের ভার, অমিয় সলিল।
কহি বিবরিয়া. এবার যাবে ম্যালেরিয়া,
দেখ বিচারিয়া, বিচারপতি বিচার করিল।
কর স্বর্গ-ভোগ, না হ'বে নরক ভোগ,
যাবে রোগ সকল।
যত সব উড়ে ভারি, যায় গড়াগড়ি ক্রন্দন করি,
বলে একি বিপদ হ'ল।
বলে হে জগন্নাথ, হ'ল কি অকস্মাৎ,
জুটে না পকড়ভাত, বিধি বিড়ম্বিল।
যারা সব মধ্যবর্ত্তী. তারা কোন মতে হয় না সম্মতি.
করে কাকুমতি, বলে টেক্স বাড়িল।
আরেরে অবোধ জন, কর দরশন,
এতে যে বাড়িবে জীবন. যে ফল ফলিল।
যত সব পুষ্করিণী, জলজরা দুনয়নী,
বলে কেহ না ছোঁবে পানী, হ'লাম কেবল মাছ-জীবনী,
কপালে এই কি ছিল।
মহতের অন্তঃকূপে, বিভু প্রবেশ করেন চুপে চাপে,
ধরিয়ে মনুষ্য-রূপে বুদ্ধি বিস্তারিল।
যত সব হুগলি ভদ্রনারী, করিত ভারী ভারী,
এখন হ'ল জলের ছড়াছড়ি, দুঃখ নিবারিল।

যেমন রাম না হ'তে রামায়ণ, হ'ল এ গীতের রচন,
দেখরে নয়ন হউক সফল।
ছিলাম নিরানন্দ, পাইলাম আনন্দ,
কর'রে নয়নানন্দ, নীর পেয়ে নীর গীত বাঁধিল।

---

বেহাগ—আড়াঠেকা।

এ ঘোর সংসারে।
আমি ভাসি হে পাথারে।
ধর ধর, ধর হে আমারে।
আমি ডুবে মরি, ওহে শ্রীহরি,
রাখ দিয়ে পদতরী, এ দুস্তারে।
ক'রনা হেলা, দাও হে চরণ-ভেলা,
শুন বরণ কালা, তুমি বিনা কে নিস্তারে।

---

পিলু বাঁরোয়া—একতালা।

সাবধানেতে চালাও তরী।
সংসার সাগর উপরি।
ও মন মাঝী আনাড়ী।
দে'খ যেন পা পিছলে না পড়ি।
জোর ক'রে ডোর ধ'রে ধর দাঁড়ি।
চালাও তরী একা হ'য়ে হুঁসিয়ারী।
সাগরের উঠ্‌ছে ঢেউ, সেখানে নাইক' কেউ,
বিনা সে শ্রীহরি।

# ফুলের গীত।

ভৈরবী—যৎ।

ওলো শিউলী রাণী আমার।
নিশাতে চুপে চুপে সুগন্ধ বিতর।
এখন ভ্রমরা ফেলে, গেছে চ'লে
তোমায় ফেলে, মুখ না চেয়ে তারো।
দিবসে ঘোম্‌টা টেনে, থাক তুমি অভিমানে,
প্রাণপণে যতনে সাজেতে—সাধবে এসে কৃষ্ণ রসিক-শেখর॥

---

আশোয়ারী—মধ্যমান।

ওলো ফুল্ল সোণা, হেসেন হেনা,
তোর গুণ ঝরিলো।
দিবসে চাওনা ধনী, ফুল মণি,—আসিলে সন্ধ্যা রাণী,
সৌরভ ভরিলো।
বেড়াও তুমি ঘরে দ্বারে, ফিরে ঘুরে,
সৌরভে নীরবে, বেড়াও তুমি গৌরবে.
তোরে আদর করিলো।
চাওনা রবির পানে, আছ তুমি আপন মনে,
মাতিয়ে সবার প্রাণে,—মাতোয়ারী লো।

---

টৌড়ী ভৈরবী—একতালা।

ওলো বেলে সোণা, চাঁদের কণা, চাঁদ বদনী,
তোমার ঘ্রাণে, মাতায় প্রাণে,
সবজনে—ওলো গুণমণি।

রবি হ'লে উদিত, থাক তুমি মুকুলিত,
কুঞ্চিত—ওলো ধনী।
হইলে নিশি, সুখেতে ভাসি,
কর কত হাসিখুসী—পেলে সন্ধ্যামণি।

---

মালকোষ—একতালা।

ওলো জুঁইতিবতী, তোর এমতি, গুণের ধারা।
ক্ষুদ্র-মুখী, ক্ষুদ্র-চোখী, যেন দেখি ছোট তারা॥
হ'লে দিবা চারি প্রহর, উঠে তোর হাসির লহর,
ভ'রে সহর—ধন্য করে ধরা।
যেন গগন থেকে আসি, পড়েছ খসি,
প্রকাশি তোর এত গুণ ভরা।
তুলি তোরে যতন ক'রে, রাখি সাজি ভ'রে,
গাঁথি তোরে—তোর সৌরভে হই মাতোয়ারা।

---

বিভাষ—ত্রিতালী।

ওলো শ্বেত-বতী, শ্বেত-মতী, শ্বেত মল্লিকা।
শ্বেত ললনা, দিতে তুলনা,
কভু পারি না—শ্বেত অম্বিকা।
তোমার বাসে আবল, লোক সকল,
কর সফল—শ্বেত-সাধিকা।
রাতেতে তোমার মেলা, কর খেলা,
শ্বেতবালা—শ্বেত-নায়িকা।
তোমার মালা, ভালবাসে কালা,
পরায় গলা,—ব্রজবালা রাধিকা।

---

দেওগিরি—একতালা।

ওলো লতা চম্প, রূপে দম্ভ, রূপেরি আগার।
তোমার রূপ দম্ভে, ধরা কম্পে, অলি ঝম্পে অসার॥
তোমার সৌরভে, মোহে মানবে,
থাক' গরবে, গরব অপার।
ওলো চম্পক সোণা, দেখি তোর গুণপণা
পূজ দেব দেবাঙ্গনা, তুমি দেবতার!

---

শুক্ল বেলাওল—তেতালা।

ওলো কুন্দবালা রূপের ডালা, রূপ মনোমত।
আছ পাতায় পাতায়, গাঁথায় গাঁথায়, তলায় কত শত॥
তোমার শীতল গায়, ঠাণ্ডা বায়, ব'য়ে যায়, মরকত॥
ওলো ঠাণ্ডাবাসী, মন উদাসী ভালবাসি তোর নম্রত॥

---

কুকুভ—মধ্যমান।

ওলো গ্যাঁদা, রূপের গাদা, রূপের মাধুরী।
আছ থোব্‌না বাঁধা, রূপে সাধা পাব্‌ড়ি গাদা, পাব্‌ড়ি ভারী।
তোমার বরণ, রবির কিরণ, খরে নয়ন, সোণার বরণ,
ওলো রূপের নাগরী।
তুমি সতী রূপবতী, প্রজাপতি,
থাকে তোমায় ঘেরি।
আছ' তুমি সরু ডাল, রূপে আলো কত তুল,
রূপের লহরী।
পবন কোলে, হেলে' দুলে, রূপ ভুলে হও বিভোরি।

---

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ওলো বকুল, আকুল করিস্‌নে প্রাণে।
তোর ভাগ, কত সোহাগ, অনুরাগ সবাই জানে॥
কত পড়, কত ঝর. মধুকর ধায় তোর পানে।
আদরে পড় ঝ'রে, রাখি তোরে যতন ক'রে যতনে॥
ওলো গন্ধাবলী, কুসম কলি;
গায় অলি, তোর গুণে গুন্‌গুণে।
আছে পুঁতি সুখ্যাতি, বিদ্যাপতি ভাল তোমায় জানে।
তোর মালা চিকণ কালা পরে গলায় ভাল মনে॥

---

খাম্বাজ—একতালা।

ওলো রাজগন্ধা তোর গুণে ধান্দা
আমায় লাগে।
থাক তুমি রাজদ্বারে কত আদরে,
রাখে তোরে সোহাগে।
তোর গুমোর ভারী, ওলো সুন্দরী,
আহা মরি মরি, তোর রূপ হৃদে জাগে।
শুন লো শুভ বদনে, তোর গুণে, তোর পানে,
ঝাঁকে অলি তোর ভাগে।

---

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ওলো গোলাপ, আলাপ করি তোর সনে।
তোমার রূপ যত, গুণ তত, হেরি নয়নে॥
তোমার রূপ দেখে, অলি গায় মুখে,
থাকে সুখে, মধুপানে॥

তুমি মুকুল যোজিতা, পত্রিকা সহিতা,
করি মোহিতা, থাক বাগানে।
তোমার জ্যোতি, থাকে দিবারাতি,
কর স্নিগ্ধমতি, ঘ্রাণ সেবনে॥

———

মালকোষ—একতালা।

ওলো অমল, কমল, বিমল ভাতি।
প্রাণ সরল, ক'রে ঝলমল,
পাতা শতদল, দলে বসতি।
তুমি কমলা অনুগত, থাক পদানত,
কত ঝল কত, ভ্রমর তোমার পতি।
উদিলে দিবাকর, গুঞ্জে মধুকর,
কত মনোহর, তোমার মূরতি।

———

বেহাগ—যৎ।

ওলো জবা, কত শোভা তোর মুখখানি।
লাল মুখী, লাল চোখী, লাল বয়ানী॥
লালে লাল, শোভে ভাল,
পাতা ডাল, লাল চাহনী।
ওলো জবে! সুখী হবে,
পূজি তবে ভবের ভবানী।
তুমি লাল, কর আলো, শোভে ভাল, শ্যামা কাল,
পাবে চরণ দু'খানি॥

———

বাঁরোয়া—ঠুংরী।

ওলো কুসুম কেতকিনী।
তুমি হও অরণ্য-বাসিনী॥
আছে তোমার দ্বারী, কত শত প্রহরী, আছে আবরি কণ্টকিনী,
করিলে আরাধ্য, হয় না সাধ্য, অলি হয় বদ্ধ,
হওনা তার সঙ্গিনী।
তোমার কুসুমে, পূজে দেব পরমে, থাক অরণ্য অগমে,
হ'য়ে সৌরভিণী।

---

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও ফুল বাসক, ও ফুল বাসক, আসক, শিব তোমার।
তুমি যন্ত্রিকা, তন্ত্রিকা, শিব-সাধিকা, সার।
যখন বর বিয়েতে পায় না ফুল, যায়লো বাসক তোমার কুল,
ভুলে ফুল, গাঁথে হার।
তোমার ফুলে হর ভুলে, বম্ ভোলে, বম্ ভোলে,
বম্ ভোলে, ভোলা মহেশ্বর।

---

পিলু—ঠুংরী।

ও ফুল মল্লিকা নব।
তোমার গুণরাশি কত কব।
নিশিতে, শশীতে, মিশিতে উঠে তোমার সৌরভ।
তোমার মূরতি, থাকে দিবা রাতি,
কর স্নিগ্ধমতি হও উদ্ভব।

---

বাঁরোয়া—ঠুংরী।

ও ফুল মুচকুন্দ রাণী।
তোমার হয় দীর্ঘাকারে গঠনী।
তুমি থাক উর্দ্ধ ডালে, তোরে পাইলো ভূমে পড়িলে,
পর একটী একটী খুলে, হও উচ্চ বাসিনী।
তোমার ছুটে যখন পরাগ, করে অনুরাগ।
দিক্ দিক্ ভাগ, সুবাসে হ'য়ে সৌরভিণী।

---

দেশ—একতাল।

ফোটা ফুল কেমন সাজে,
দেখ্‌লো সখী পাতার মাঝে।
কত ফুল ফুটে, অলি আসে ছুটে,
খায়লো মধু লুটে, ভ্রমরা রাজে।
ফুটে ফুল রাশি রাশি, অমিয় পড়ে খসি,
তার মাঝে, বিভুর হাসি বিরাজে।

---

ভৈরবী—মধ্যমান।

ও ফুল কাঞ্চন লতা
তুমি কানন মাঝে হও বিকসিতা।
তোমার ছুই গড়ন, হল্‌দে শ্বেত বরণ,
হেরে নয়ন হই পুলকিতা।
থাক বন, বনমাঝে, সাজিয়ে পাতা গাছে;
তব রূপ বিরাজে হও শোভিতা॥

---

পিলু বাঁরোয়া যৎ।

ওলো ফুল স্থলপদ্মিনী।
তুমি হও ধরাবাসিনী।
তুমি যাওনা জলে, রহ স্থলে, উমা পূজা কালে, হও ফুটিনী।
তুমি আলো ক'রে থাক কাননে, তোর শোভা হেরি নয়নে,
গোলাপ আভা রঙ্গণে, হ'য়ে রঙ্গিণী।

---

খাম্বাজ—একতালা।

ওলো ফুল শ্বেতচম্প রসনা!
সুখে দেখি তোর সুন্দর বদনা।
শ্বেত স্বর্ণ হও দুই বর্ণ, আছ দুই জনা।
ওলো শ্বেত শশিমুখি! আছে চাঁপা স্বর্ণ সূর্য্যমুখী,
দুই জনে দেখে হইলো সুখী,
ওলো শ্বেত-চাঁপা! শ্বেত ললনা!

---

ঝিঁজিট খাম্বাজ—একতালা।

ওলো লো আতসি! তুমি তাপসী জনার।
তুমি গৌর গৌরী বরণ ধর, তুমি উমার।
তোমার অঙ্গকান্তি, দেখে হই ভ্রান্তি, হর শান্তি,
মনে আমার।
তোমার আকৃতি উমার মুরতি, পূজ শ্যামা সতী,
জনম ধন্য তোমার।
তোমার আদর কৈলাসে, থাক উল্লাসে,
পূজ দিগ্‌বাসে, তুমি দেব দেবাঙ্গনার॥

---

গৌরী—একতাল।

ও বক ফুল ফুল ললনা।
কি ভাবে বকরূপে আছ বলনা।
বাস তোমার উচ্চ ডালে, থাক তুমি পালে পালে,
পবন হিল্লোলে, দাও কত দোলনা।
কত সাথে, মাথে, জটা ধর তাতে,
কিবা জটার গঠনা।
তব ফুলে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দেবী, মহেশ সন্তুষ্ট,
তোর দিতে নারি তুলনা

---

গান্ধারী—ঢিমাত্রিতাল।

ওলো ফুল চাঁপা কাঁঠালে,
তোরে এ দেশে কে আনালে;
তুমি আছ ভাল, পাইলে পর ডাল
চড়িয়ে অঙ্গ ঢাল, জড়িয়ে থাক ডালে;
তোমার বরণ ভিন্ন, সবুজ চিহ্ন,
কার জন্য উঁকি মারে আড়ালে;
তুমি আছ লুকিয়ে, লজ্জাবতী সতী হ'য়ে,
লতা পাতা লইয়ে ঢাক লতায় ফুলে।

---

জায়েনফুরী টোড়ী—একতাল।

ও ফুল অপরাজিতা।
তোমায় দেখি বড় প্রফুল্লিতা।
ধরিয়ে নীল বরণ, মিলিত রাঙ্গা শ্যামার চরণ,
হ'য়ে বিকসিতা।

ওলো ফুল অপরাজিতা, ধনী, ফুলমণি! তোরে ভালবাসে
শূলপাণি, বনে আছ জড়িয়ে লতা।
তুলি তোরে, পূজা করি শ্যামা মা'রে, অঞ্জলি দি ভারে ভারে,
ল'য়ে বেল পাতা।

---

কালাংড়া—যৎ।

ও করপ-ফুল-কুলবতী।
গোলাকারে সুবাহারে তোমার মূরতি।
কত ঘোরান ফেরান, তোমার গড়ন আছে সতী।
ওলো ফুল করপী, তুই মাধবের আলাপী,
হোমেতে তোরে ঝাঁপি, দেয় লো আহুতি।

---

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও ফুল ধুতুরা।
তুই মহেশের বড় আদরা।
ওলো শ্বেত-বরণী, শ্বেত-ধরণী, ধুতুরা-মণি!
তোর রূপে উঠ্‌ছে ফোয়ারা।
ও ধুতুরা ফুল! থাক শিবের কর্ণমূল,
দেখে হই আকুল, হইলো দিশে হারা।

---

পিলু বাঁরোয়া—যৎ।

ওলো ফুল ঘল্‌ঘসে!
আছ তুমি বনে ব'সে।
গুপ্ত ভাবে, ছোট কূপে,
আছ ঝোপে কার উদ্দেশে।

তুমি কর সাধন গহন কানন, দিয়েছ যোগে মন,
পূজ্‌বে বলে মহেশে।

---

বাঁরোয়া মিশ্র—ত্রিতাল।

ওলো সতী ফুল মালতি।
তুমি হও বৃন্দাবন বসতি।
এ দেশে আসিয়ে, রয়েছ বসিয়ে
এগিয়ে আস্‌বে ব'লে ব্রজপতি।
ও মালতী মাল! তোরে বাসে ভাল, কৃষ্ণ কাল,
হৃদয়ে রাখে গাঁথি।

---

জংলা—ঠুংরী।

ও ফুল টগর সুন্দরি!
আছে তোর রূপে বাহাদুরী।
কত থাকে থাকে, থাক লাখে লাখে,
আছ গাছ আবরি।
তোরে গাঁথি মালা, শ্বেত-বালা, রূপে কর আলা,
যাই বলিহারি।

---

জংলা—ঠুংরী।

ওলো ফুল আকন্দ।
তুমি পুলকে পূজ সদানন্দ।
তোরে দেখি, হইলো সুখী, ফুট তুমি কন্দ কন্দ।
তোর ফুল চড়ে, চন্দ্রশেখরে, শিবেরে দাও আনন্দ।
তোর ফুলের মহিমা, দিতে উপমা নাইলো সীমা,
তোর গায়, বয়ে বায়, মকরন্দ।

---

জংলা—ঠুংরী।

ও ফুল কৃষ্ণ কলিয়া!
আছ তুমি গাছ শোভিয়া।
বিনা সূতে, তোরে রাখি গেঁথে, হেরি নয়ন ভরিয়া।
বৃন্দাবনে কর কেলি কৃষ্ণ সনে, কুঞ্জকাননে,
মন সাধ মিটিয়া।

---

খাম্বাজ—একতাল।

ও ফুল কলিকা ও ফুল কলিকা।
তোমার হল্‌দে রূপ, তুমি হল্‌দে অধিকা।
তুমি গহন-বাসিনী, ফুল-কামিনী, বন-শোভিনী,
তুমি শঙ্কর সাধিকা।
তুমি কল্‌কে অবতার, কল্‌কের আকার থাক বন মাঝার,
হ'য়ে পুলকা।

---

ঝিঁঝিট—যৎ।

ওলো ফুল কৃষ্ণ-চূড়া!
দেখি তোমার আদর বড়।
তোর ভাগ্য দেখে, তাক্ লাগে মোকে, যাইলো অবাকে,
কৃষ্ণ রাখে লো তোকে শির'পর।
চূড়াটী বাঁধিয়া, তোরে লো আঁটিয়া, বাঁশিটী লইয়া,
বদনটী হেলাইয়া, করেন উচ্চ স্বর।

---

হাম্বীর—ঢিমাত্রিতাল।

ওলো ফুল রমণ-রঙ্গিয়া,
লাল রঙ্গে আছ তুমি ছুবিয়া;

তোমার ধরণ, সরু গড়ন, হেরে নয়ন যায় জুড়িয়া।
তুলে তোরে, সাজাই পানের বাঁড়ে,
তোরে হেরে সবে, আঁখি ভরিয়া।

---

ভৈরবী—ঠুংরী।

ওলো ঘেঁটু!
দাঁড়ালো একটু;
তোরে ভাল ক'রে, দেখি তোরে,
কেমন তোর বপুটু।
প্রকৃতির সময়, চলে যায়, নাহি রাখা যায় তায়, দেখি থাক যতটু
ঘেঁটু পূজাকালে, সাজায় লতায় ডালে ফুলে.
কাঁধে তুলে গীত গায় পারে যতটু।
তোরে ছোঁয় না সকলে, পাঁচড়া হ'বে ব'লে;
থাক বন-মহলে, বন দেখে তোমার হাসিটু।

---

ছায়ানট—একতাল।

ওলো ফুল সজ্‌না।
আছে তোর ভগিনী নাজ্‌না।
তুমি ডালে, ফুলে, মুকুলে, কর শোভনা।
জটা দুলিয়ে, আছ ঝুলিয়ে, লোভ বাড়িয়ে,
খেতে হয় বাসনা।
তোমার ফুল শাকে ব্যঞ্জন রাগে, মধুর লাগে,
সুখ পায় রসনা।

---

জয়জয়ন্তী—একতাল।

ওলো ফুল পারিজাতিনী।
তুমি হও স্বর্গশোভিনী।
তোমার নাম শুনেছি কাণে, কভু হেরি নাই নয়নে.
কি জানি কি বরণে নাহি জানি।
তোমার ফুলে, বাধে কোন্দলে, দ্বারকাস্থলে
সত্যভামা রুক্মিণী।
কে জানে কি গুণ, থাক তুমি নন্দন কানন,
হ'য়ে আহ্লাদ মন, তুমি চির সুখিনী।

---

শ্যাম কল্যাণ—একতাল।

ওলো ফুল স্বর্ণ যুঁই!
এত সোণা কোথা পেলি তুই?
ওলো স্বর্ণমুখি! স্বর্ণচোকি! তোরে দেখে সুখী হই।
তোরে গড়ে কোন কারিকরে সুধাহারে, তাই তোরে কই।
তোমার বাস নয় এখানে, থাক নন্দনকাননে, নিজ গুণে।
এসেছ এখানে, থাক নাকো তুমি স্বর্গ বই।

---

কল্যান—আড়াঠেকা।

ওলো ফুল শিমূল।
তুমি রূপের কত লহরী তুল।
তোমার রূপ আগারে, কত অলি ফেরে,
নাহি পায় কুল।
তোর রূপ দেখে, মজে লো লোকে,
পড়েলো পাবকে, শেষে পায় ফলাফল।

একটী গুণ আছে বটে, বলি তোর সন্নিকটে,
তোষক বালিশ গঠে, ফুলে হয় পাবড়া তূল।

---

সুহা—একতাল।

ওলো ফুল চামেলি।
ভাল ক'রে চা নয়ন তুলি।
তোমার তৈলে আতর হয় মনোহর,
কি সুন্দর করে আবলি।
এতেক সরু ডাল, পেয়ে পবন হিল্লোল,
কত নেচে নেচে দোল, তোরে ভাল বাসে অলি।

---

পরজ—ঢিমে ত্রিতাল।

ওলো ভুঁইচাঁপা সুন্দরী।
তুমি হঠাৎ উঠ ভূমে দণ্ড ধরি।
তোমার নাহিক লতা, নাহিক পাতা,
তুমি এলে হ'তে কোথা, কহ বারতা,
ওলো রূপের গাগরি!
তোরে কে গঠিল, কে পাঠাল, তোরে রেখে
সে কোথা চ'লে গেল, বারেক বল,
তোরে বিনয় করি।

---

কাফি সিন্ধু—যৎ।

আমি ফুল ক'রেছি সঞ্চারি, আমি ফুল ক'রেছি সঞ্চারি॥
হ'বে বা দশ পাঁচ ঝুড়ি।
কে নিবি আয়রে, এ ফুল শুকায় না রে, থাকে বরাবরি।

যখন যে ফুলে ডাকি, সে ফুল হয় সম্মুখি, দেখে হই সুখী,
হয় তারা আজ্ঞাকারী।
নীরদা সে লয়ে ফুলে, অর্পণ করে হরির চরণ তলে,
কিবা শোভে ফুল শ্রীচরণোপরি।

---

সিন্ধু—ঠুংরী।

রাম নামে পলায় ভূত।
কিবা ঝিয়ের কোন্দলের যুৎ॥
কেহ বা খড়গমুখী, কেহ বা উর্দ্ধচোখী,
যেন দেখি কিমাকার কিম্ভূত।
কেহ বা ধরে ঝাঁটা, কেহ বা হয় গেঁটা গোঁটা,
কেহ দেয় ছিটে ফোঁটা, তাহাতে মজবুৎ।
কোন্দলের আগে, আনন্দে নাচে, বিনা স্কন্ধে আছে,
কাণে সুঝে ব্রহ্মার পূত।
যারা কোন্দল ভালবাসে কোন্দলে যায় ঘেঁসে
কোন্দলে ভাসে হয় মনঃপূত।

---

ভৈরবী—যৎ।

পুরুষ নারি, কভু নয় ছাড়াছাড়ি।
দেখ মনে বিচারি।
তবে কেন ক'রবে ঝকমারি।
দেখ যোগী শঙ্কর, হ'য়েছিলেন ফাঁপর,
যবে যায় পার্ব্বতী ছাড়ি।

পুন ক'রে আরাধন, পাইল হারাধন,
করিয়ে যতন, রাখে শিরোপরি।
দেখ দেব চৈতন্য, নারীর জন্য, বেড়ায় পথ অরণ্য,
হ'য়ে ব্রহ্মচারী।

---

পাহাড়ী—একতাল।

আমার দুঃখের আর বলো না।
আমায় ভাবিতে দাও শ্যামা শ্যামা।
যে দুঃখ পেয়েছি, কত দুঃখ সয়েছি,
আর ত দুঃখ ভাবিব না।
দুঃখ পেয়েছি আপদে, দুঃখের মিটেছে সাধ,
পেয়েছি শ্যাম শ্যামার প্রসাদ, দুঃখেতে ত আর রহিব না।
দুঃখ পেয়েছি অন্তে, ভুলি না জীবনান্তে,
ডাকি এখন একান্তে শ্যামা শবাসনা।

---

দেশ—একতাল।

এদেশের ভাব স্বভাব কহা নাহি যায়,
যখন গরম উঠে, নিশ্বাসে দম ফাটে ;
যায় ছুটে জলাশয়।
যারা কলিকাতার বাবু, অনায়াসে হয় কাবু,
দম্ভ ছাড়ে না কভু, গুমারে বেড়ায়।
যদি কারুর হয় মন, শীত দেশে করে গমন,
দেখে নানা দরশন, জীবন বাঁচায়।

---

বাহার—একতাল।

ও লঙ্কা ললিতে,
তোমার এক বেলা যায় গুণ বর্ণিতে।
সাজিয়ে আছ, পাতা গাছ, ফল সহিতে।
তোমার ভাল লাগে ভাতে পোড়া, ঝাল বড়া, বেগুন পোড়া,
শাক শড়্সড়িতে।
ঘণ্ট ব্যঞ্জনে, সর্ব্ব ফোড়নে, তাড় তোড়নে,
মজ মৎস্য হরিদ্রাতে।
তুমি ছিলে সাগর পারে, এখন বেড়াও দ্বারে দ্বারে,
সব ঘরে ঘরে,—ভাব নাই কেবল নীরদার সঙ্গেতে।
যখন লাগে ঝাল, করি হ্যালা লাল,
ঝরে লাল ঝর ঝরিতে।
একি বিধির সৃষ্টি, কোথায় আছে মিষ্টি,
করি দৃষ্টি, খাই হাপর হাপরিতে।
যেমন জব্দ করিলে, তেমন জব্দ হ'লে,
রাবণ কুলে শ্রীরামের বলে, হনু হাতেতে॥

---

ছায়ানট—একতাল।

ভুলিতে কি পারি কভু ও গুণে ধনি!
কত স্নেহ কর তুমি নিজগুণে আপনি।
জীবনে মরণে, আছি বাঁধা প্রাণে প্রাণে, এ জীবনী।
তুমি বড় বাস ভাল, থাকে যেন চিরকাল,
এ ভালবাসা ভাল, ও বিভাননী।
এ ভাব স্বভাব, থাকে যেন চিরভাব,
না হয় অভাব, ও দে মিসেস্—ভগিনী নগেন্দ্রনন্দিনী॥

---

সিন্ধু—যৎ।

শ্যামা মা তোমার উদর।
কেন এত হ'ল ডাগর ॥
দেখিতে উদর ক্ষুদ্র বটে, ব্রহ্মাণ্ড জোড়।
কেন বা এত বড় পাষণ্ডেরে উদরে ধর ॥
ধরিলে আমারে ব্রহ্মাণ্ড উদরে,
জব্দ হ'লাম বারেবারে বরাবর।
ওমা তাই, তোমারে জানাই, দুঃখ পাই প্রাণের ভিতর ॥
ঘন মেঘবরণী, শিব মনমোহিনী,
নিস্তারিণী নীরদে নিস্তার।

---

# নিশা বর্ণন।

বেহাগ—একতাল।

কিবা আঁধারে আঁধারে, যায় সাঁতারে, নিশামণি।
ঘোর তিমিরে, নিবিড় আঁধারে, আছে কেবল নিশাচর ধ্বনি ॥
মানব প্রাণ, সবে নিদ্রাবান,
হেসে নিশা চলে যান, হ'য়ে উল্লাসিনী।
নিশার সনে বাজায় বাদ্যগণে, ঝিঁ ঝিঁ তানে, ক্ষুদ্র খঞ্জনী ॥
নিশা আগমনে, জনভূমি তমালগণে,
রত থাকে ধ্যানে, কেহ নাহি জানি ॥
পাখিগণ, কেহ নাহি জাগরণ,
করে কলস্বন, জাগে পেচক পেচকিনী।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

শশী হ'লে আগত, হও কত পুলকিত,
পাও পতি মনোমত, হও সোহাগিনী।
হেরিয়ে সুধাংশু বদন, কুমুদ কহ্লার বন,
হয় প্রফুল্ল মন, হাসে কুমুদিনী।
ফিরে আঁধার পানে, হেরি নয়নে, নৈশ গগনে,
মিটি মিটি করে তারাগণে, ঘোরা যামিনী।
নিশা তোমার দখলে, তোমার বলে, পূজে সকলে,
শ্যামা শ্যামবরণী।
আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে পাথারে,
যাও নিসা অপার পারে, পেয়ে শ্যামের বরণ অনুমানি।
ওলো নিসা তব কায়া, পেয়েছ বুঝি শ্যামেরি ছায়া,
তাই এত পুলকায়া, হও ধীরগামিনী।
এখনো নিশা ঘোর নীরব, ধাও নিশা সাঁই সাঁই রব,
পুজি পরম দেব, লয়ে তোমা একাকিনী।
এ সময় সুসময়, ভাবি দয়াময়, কোথা আছ হে ও গুণমণি!
এখনো কেহ নাহি দিতে বাধা,
সাবিত্রী এ সাধের সাধা, যাতে মন প্রাণ বাঁধা,
নীরদা ভাবে নীল বরণখানি।

---

## প্রভাত বর্ণন।

ভৈরো—একতালা।

শুভাতি জয় প্রভাতি, দিবারাণী
তব সাথে, ত্রৈলোকে পথে,
বুঝি দিনমণি।

বুঝি আগমন, করে বিলম্বান,
খর দরশন খরনয়নী।
তোমার সনে, আসিছে কে তরুণ অরুণ যানে,
দেখি নয়নে অরুণ হাতে পাঁচনি।
আঁধার ঘুঁচিয়া, তব পতি তপন সাথে লইয়া,
তমসা আবরিয়া, হও সাথের সাথিনী!
দিবা! তব পতি তরুণ তপণ, রশ্মি বিতরণ দোঁহে দুই জন মিলন,
হও চক্ষু প্রদায়িনী।
তব আগমনে, জাগে জীব জাগরণে সকল জনে
দেখে তোমার প্রফুল্ল বদনী।
তুমি প্রভাত বালিকা নব নায়িকা,
রূপ তেজ অধিকা মনোমহিনী।
তোমার প্রভায়, রবি রথ চালায়,
যথা চলে যায়—হও যথা পশ্চিম হেলিনী।
দিবা দেখিয়ে তোমার সোনার বরণ,
শিখিগণ করে সঙ্কীর্ত্তন,
করে স্তবন—পেয়ে তোমার স্বচিকণী।
তুমি হইলে উদিতা, কমল হয় বিকসিতা,
হয় প্রফুল্লিতা, হাসে কমলিনী।
তুমি যখন ষোড়ষী রূপেশ্বরী, আস দিয়া মস্তকোপরি,
পুর্ণ যৌবন ভরি হও জ্যোতিঃস্বিনী॥
তোমার রূপ হেরে ধরা, সুখেতে হয় ভরা,
হ'য়ে মাতোয়ারা হয় অহ্লাদিনী॥
কত ঝলকে মলকে পুলকে, শোভে পুলকে,
আলোকে ভরে ধরণী।
তুমি পুরবে হও উদিত পশ্চিমে মুদিত,
কর আন্ধারিত, যাও দিয়া নিশা ভগিনী।

তোমার এ চাকুরি ভাল কর দিবা রূপে আলো,
ছুটি নাই কি কোন কালে ?
ভাবে দুই ভগ্নীর গুণ নিরদিনী।

---

খাম্বাজ—একতাল।

হরি হে! তোমার গুঞ্জ মালার গুণ বেরুল'।
ওহে মহাভাগ! জানিতাম আগ,
কিবা সৌভাগ সে মাল।
কিবা অলঙ্কার হীরা মোতি,
আছে বুঝি থরে থরে গাঁথি,
ভাবিতাম এমোতি, কিবা রতনে গঠনে গঠিত হইল।
শুনি এত দিন পরে, সাজ যে অলঙ্কারে,
ধর যে গলাপরে, শ্বেত কুঁচ বনের ফল।
যারে বাড়াও তুমি, ভাল জানি আমি,
ওহে জগৎস্বামী! তোমার এ গহনায় সাধ হইল।
বুঝি রাধাপ্যারী, রাজার ঝিয়ারী,
দেখে তাঁর অলঙ্কার মনে ভারী ঈর্ষ্যা বাড়িল।
সে মালার গঠনে, কেহ বা জানে কেহ বা না জানে,
এত দিনে সর্ব্বজনে, নীরদা প্রচার করিল।

---

বেহাগড়া—ত্রিতাল।

জয় পিণাক পাণি, পিণাকপাণি, পিণাকপাণি, বম্ বম্ হর হর।
জয়তি জয় ভবপতি, মোহন মুরতি,
জয় যোগীবর যজ্ঞেশ্বর।

বাস কৈলাস, উমা মহেশ, ব্যোমকেশ,
জয় বিশ্বম্ভব, বিশ্বেশ্বর।
জড়ায়ে জটা, কিবা ঘটা,
উঠেত ছটা, তাহে চন্দ্রচুড়।
কিবা ধুতুরা ফুল, সাজিছে কর্ণমুল,
ভক্তের হয় প্রাণাকুল, কিবা মনোহর।
শোভে হাড় মালা, দোলে গলা,
বম্ ভোলা মহেশ্বর।
তাহে জড়ায়ে রুদ্রাক্ষ, ওহে বিরূপাক্ষ,
হয় মোক্ষ, হেরিলে মুরতি তোমার।
কিবা শিঙ্গা ডম্বরু হাতে, বাঘাম্বর কটিতে,
বেষ্টিত ফণীতে, শিরে ফণীবব।
কিবা চরণ কমল, অমল বিমল,
বরণ ধবল, রজতে মার্জ্জিত হে শঙ্কর!
খেয়ে সিদ্ধি ধুতুরা, হও বিভোরা,
কাঁপও ধরা, নৃত্যাতে সোমেশ্বর!
কর গাল বাদ্য, ববম্ বম্ শব্দ,
অনাদি আদি আদ্য হে দিগম্বর!
নাচয়ে তাণ্ডব, মোহিয়া মানব,
বাহন বৃষভ।

---

জংলা—একতাল।

ওহে ষণ্ডেশ্বর!
পাইল ষণ্ড, পায়না পাষণ্ড, খুজিলে ব্রহ্মাণ্ড,
ওহে ত্রিশূল-ধর।

পূরিয়ে তান তানপুর ওহে ত্রিপুরেশ্বর, সুরেশ্বর, অছে পার্শ্বে
দুই নন্দী ভৃঙ্গি অনুচর।
ধরিয়ে যোগ অষ্টাদশ সিদ্ধি;
তাহে করিয়ে বৃদ্ধি, সেবিয়ে গাঁজা সিদ্ধি, জয় সিদ্ধেশ্বর।
নাচ, নাচাও হে কত শত ভূত প্রেতিনী, অদ্ভূত ডাকিনী
যোগিনী, উমারে করিয়ে সঙ্গিনী, জয় উমাবর রজত শেখর,
নাচ ধিনাক্, নাচ ধিনাক্, পিণাকধর—নীরদারে তার
ওহে গঙ্গাধর।

---

খাম্বাজ—একতাল।

দুখেরি সুখেরি চক্র, দেখ ঘোর অনিবার,
কত বারে বারে ফিরে, ঘুরে আসে বার বার।
নিয়ম নিয়ত ঘোরে চাকা অবিরত,
অভিমত তাঁহার।
চক্র ঘোরায় চক্রধারী, যুগারম্ভ করি
এ কার্য্য তাঁহারি কি কব আর।
কত আসে কত যায়, নিরূপণ নাহি তায়,
দেখ সবাই মন ক'রনা দুঃখভার,
আমি সুখে দুখে রহিব না।
আরতো জ্বালা সহিব না, কি করিবে সে জনা আমার,
মনে ক'রে দাও চরণ বর
না হও কাতর হবে উপকার।

---

বেহাগ—একতাল।

যেমন দুই পুরুষ মার্জ্জার, হইলে সাক্ষাৎকার,
করেরে হুঙ্কার যার ঝটাপটাতে।
হে বিধি! তোমার কি বিচার, এতে সংসার হয় আঁধার,
যায় রসাতলেতে।
থাকবোনাত চিরকাল, ব'লে যাই ভরে গাল।
দিন যে নিকটে এল মুখে হরির নামটি বল,
যা গড়াতে করি দণ্ডবৎ বিধি তব চরণেতে॥

---

কীর্ত্তনের সুর।

জয়তি জয় বৃন্দাবন পতি, মোহন মূরতি, জয় বৃন্দাবনেশ্বর!
জয় মধুকৈটভারি, অসুর বিনাশকারী, মনোহারী
মুকুন্দ মুরারি মুরহর।
বৃন্দাবন ধাম করিয়া উজ্জ্বল, তাহে বহে যমুনার জল,
জড়াইয়া কেলি কদম্বতল, ধরিয়া রূপ যুগল ওহে যোগের ঈশ্বর।
জয় হৃষীকেশ, সুবেশ কর আবেশ,
জয় শিরে শিখি পুচ্ছধর।
কিবা কর্ণকুণ্ডল, করে ঝলমল
হীরা মণ্ডল, ওহে বংশীধর!
কিবা বাঁকা নয়ন, ওহে মদনমোহন, কর প্রাণ হরণ,
কিবা দৃষ্টি শুভঙ্কর।
দোলত নোলক, করে কত ঝলক,
করে আলো শোভে ওষ্ঠপর।
কিবা নাশাতে তিলক, করে আলোক,
ছাড়িয়া গোলক, ভক্তের মনপুর।

কিবা হাসি ঝরে শশী, সুধার রাশি,
যেন অমিয় সাগর।
কিবা বনমালা, শোভে গলা,
ওহে চিকণকালা কালরূপ ধর।
কিবা শ্রীহস্ত বলয়, ভক্তের আলয়
ওহে মহাশয়! কেশী কংশ বধ কর।
কিবা চিহ্ন ভৃগুপদ, আছে ওহে তব হৃদ,
হর আপদ, ধর চিহ্ন হৃদয় পর।
কিবা পীতবাস কটীতে, তাহে অঙ্গ বেষ্ঠিত,
হেরে যায় সূর্য্য কটিতে, হেরি কিবা মনোহর।
আহা কিবা চন্দন মণ্ডল, বদন কমল, করে ঝলমল
কোটী চন্দ্র যায় রসাতল, হেরে তোমার মুখসুন্দর।
কিবা চরণোপর, সাজাইয়ে নূপুর,
বাজেরে মধুর, মধুরব করে মধুর।
আহা বিমল চবণোপরে চরণ, বাঁকাইয়া ক'রেছে মিলন,
হেরিলে যায় ভয় মরণ, মুরতি তোমার।
করহ গোচারণ, লইয়া পাঁচন,
বিহার যমুনা পুলিন, সুরসিক শেখর।
জড়াইয়ে বঙ্কিম ঠামে, লইয়া রাধারে বামে,
মিলন শ্রীরাধা শ্যামে, ওহে যুগলরূপে বিহার।
বহিয়ে হে নন্দের বাধা, সাধিয়ে সাধের সাধা,
পাইলে হে ভাল রাণী রাধা, নীরদারে তার।
দুঃখ হর হে রাসেশ্বর রাধাবর!

——

সিন্ধু—যৎ।

এ মা শ্যামা! আমি বেছে নিব মাল।
সাঁচ্চা কি ভেল্।
যদি হয় সাঁচ্চা, বেছে লব' আচ্ছা,
বাছার বাছা ম'নে ক'রে মিল।
যবনা সম কালসর্প কুসঙ্গ, হবে না রে মন অন্তরঙ্গ,
তাতে হবেরে ভঙ্গ, যাবে পরকাল।

কাফি—যৎ।

হ'য়েছে মম লঙ্কায় বসতি,
আমার মনে হয় ভয় অতি।
পরীক্ষায় দেখি তায় চাই ইতি উতি।
কি হ'ব হে রঘুবর! আমারে হে দয়া কর, করি মিনতি।

বাঁরোয়া—ঠুংরী।

কি ভাব ভাবরে মন।
দিবা হ'ল অবসান।
রবি গেল নিজ স্থানে, ভাব জীব মনে মনে,
তুমি যাবে কোনখানে দেখ স্থান।
এ গারদ সংসারে, আসিতেছ বারেবারে,
চোক মেলি দেখনারে যাবে কোন্খান।
যত আছে কর্ম্মফল, আছে যে সকল,
ছেদিবে শিকল সে গুনবান্।
থাকিতে রবির কিরণ, কর্হ স্মরণ শ্রীহরি চরণ,
করিবেন যতন, দিয়ে দয়া দান॥

কাফি সিন্ধু—যৎ।

ও ভেবে কি হবে।
ভাবরে ভবানী ভবে॥
অসার ভেব না, দুঃখ পেওনা পেওনা,
সার ভাবনা দূরে দুঃখ যাবে।
এ কার্য্যের এই ফল, করিতেছে চলাচল,
জীব আদি সকল, ভাব কেন তবে।
যত ভয় আছে হৃদয় ভিতরি তারে দাও দূর করি,
ছেদ ল'য়ে হরিনাম কাটারি, কালেরে ফাঁকি দিবে।
কর ভরসা, সে পদ আশা,
যে পদ ভাষা, হরি তরি ভবার্ণবে।

---

কালাংড়া—ত্রিতাল।

পূরেছে মম সকল আশা।
আর কিছুতে নাই পিয়াসা।
আর কিছুতে নাহি মন, করে না বিমোহন,
মিছে করি বাজে ভ্রমণ, অসার দুরাশা।
আর আছে বাকী একটী, নীরদার বাসনা ঐটী,
শ্রীহরির চরণ দুটী, আছে সে ফল সুফল ফলাশা।

---

পরজ মিশ্র—একতালা।

কিবা চাঁদে খেলে লুকোচুরী।
আসিতে, নামিতে, শিখর কৈলাসোপরি।
শশী কত নাচে, গাছ পাছে
লুকায় হেরি গাছের ভিতরি।

হায়! কোথায় লুকায়, চলে যায়,
পাশে মলয়েরি।
পুনঃ নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে,
দেয় গড়া গড়ি।
কখন বা ভূমে লুটায়, কখন বা উর্দ্ধে চ'লে যায়,
পুনঃ ফিরে আসে শশী হাঁসি মুখ করি।
নাচিতে নাচিতে যায় পশ্চিম আকাশের গায়
রকত চন্দন গায় মাখে অঙ্গভরি।
কোন দেশে চলে যায় আর না দেখি তায়,
চড়িয়ে রেলায় দেখি চাঁদের মাধুরি।
হেরিয়া হিমাংশুগতি, ওহে ভব বিশ্বপতি,
তোমার এ সকল কার্য্যের কীর্ত্তি, নীরদা করে প্রণতি,
চরণে তোমারি।

———

সিন্ধু—যৎ।

ও মা শ্যামা!
তোমার কাল রূপ কেন হ'ল?
আমায় তা খুলে বল বল।
কালরূপে কাল শশী, কাল মুখে মধুর হাসি,
কালরূপে মন উদাসী,
কালরূপে মন মজিল।
কালরূপে ভক্তের মন, কর মা হরণ,
কাল রূপ হেরে নয়ন, প্রাণ জুড়াল।

———

আলায়িয়া—একতাল।

কে বলেরে কাল মায়ের কাপড় অভাব।
সে জন জানে না রে মায়ের বসনের ভাব।
পরেছেন নীলমণি সাড়ী, অঙ্গে দিয়েছেন ঘেরি বেড়ি,
শ্যামা শ্যাম নামে নাম জড়াজড়ি, তাই ধরেন এমন স্বভাব।
ধরিয়ে নীল বরণ, গিয়েছিলেন শ্রীবৃন্দাবন,
রাখিলেন রাধা জীবন, হ'য়ে উদ্ভব।
কালরূপ রঙ্গ মাখেন অঙ্গভরি, ঐ শ্যামা উমা সুন্দরী,
কাল অঙ্গ মিলন করি, কৃষ্ণের কার্য্য সাধেন শঙ্করী,
এইত হয় সম্ভব।

---

দেশকার—একতাল।

হরি হে তোমার ছাড়িয়ে অখণ্ড চরণ।
আমায় কোথায় করিলে হে পতন।
আমারে দিলে ফেলে, সংসার সাগর সলিলে,
করিতে সন্তরণ।
সংসার সাগরের খেলা, করিলাম কতই লীলা খেলা,
শেষে আসিলাম ভূমে বেলা, করিয়ে সাঁতার নিবারণ।
শিক্ষা করিতে সাঁতার, কেহ বা যায় অকুল পাথার
কেহ বা আসে ফিরে কিনারায়, করিয়ে সাঁতার সমর্পণ।
সঙ্গে যারা ছিল বন্ধুগণ, কে কোথায় করিল রে গমন,
এখন হ'লাম একলা জন, কোথা যাই তার নাহি পাই নিরূপণ।
এখন ভাবি একলা বসিয়ে, চারিদিকে নিরখিয়ে,
এখন এই বেলা যাইহে ধাইয়ে,
লই হে হরি তোমার চরণ শরণ।

---

বেহাগ—একতালা।

হরি হে আমার সাধ ঐ মনে মন।
তব চরণে প্রাণ মন ক'রেছি অর্পণ, ল'য়েছি শরণ।
আমার প্রাণের কথা হরি করহে শ্রবণ।
বাল্যকালে প্রাণ খুলে ক'রেছি যে ব্রতপণ।
হরির চরণ হরির পা, আমি পূজেছি যা,
ব্রত হয় যেন তা' পূরণ।
আসিয়ে এ ধরা, বিষ খাইয়ে কল্লিল জ্বরা,
হয়ে আছি আধ মরা, আছে মাত্র জীবন।
তুমি দয়া কর হে আমায়, কহি হে তোমায়, শুন হে দয়াময়,
তুমি আঁখির নয়ন, জীবনের জীবন!
গলাধঃ গঙ্গার জলে, যাই যেন হে অবহেলে,
স্বামীপুত্রের কোলে, ডুবিয়ে ভক্তি সলিলে,
অন্তিমকালে, শ্রীহরি নামটী ব'লে,
নীরদা পায় যেন হে তোমার চরণ।

---

বাহার—একতাল।

আমার দুঃখের কথা শ্রবণ ক'রে,
হরি হে তব আঁখি কেন ঝরে?
আমার সহেনা, প্রাণে কভু না, সহিতে পারে।
কোরোনা হে রোদন, প্রাণে লাগে বেদন,
যা ছিল ললাট লিখন, কপাল ভিতরে।
তুমি কেন কর খেদ, অন্তর হয় কাঁদ কাঁদ,
ওহে বাঁকা চাঁদ, বুঝাও দেখি আমারে।

---

## পূরবী—ঠেকা।

সংসার সাগর মাঝে কত ঢেউ বয়।
তাতে মন ভয় করা ত উচিত নয়।
থাক্‌তে জ্ঞান, ওরে মন,
অচেতন কেন হও।
উঠে কত অমন উর্ম্মিমাল অম্বু জলধি জল,
তা ব'লে যেওনা মন অতল তল, ক'সে হরির নামটী লও।
লইলে পাইবে শান্তি, হোয়োনা রে মন ভ্রান্তি,
বলি একান্তে, কর গ্রহণ হরির চরণ আশ্রয়।

---

## বাঁরোয়া—ঠুংরী।

আমার পাপে মন নাই।
পুণ্যে গো তাই॥
সবে আমি তাই সুধাই।
ইহার বিবরণ, কে করিবে নিরূপণ,
এমন কখন দেখি নাই।
আমি কি করিব, কোথা বা যাব, কারে বা সুধাব,
হরি হে আমি কোন্ ধামে ধাই।

---

## ভৈরবী—একতাল।

মিছে কেন দূষ কপাল।
মিছে কেন দূষ কপাল॥
ললাটের দোষ কিবা জান খুলে আমায় বল বল।
ললাটের লিখন, হরি ক'রেছেন আবেদন,
আমি জানি মনে মন, খবর সকল।

তবে যাঁর কপাল তাঁর আছে, আমার কি—তা ব'য়ে গেছে,
ম'র্‌বো কেন ভেবে মিছে, ডাক তালে, হাত তালি দি তালে তাল।

---

কাফিসিন্ধু—কাওয়ালি।

কেমন গড়নখানি দেখনা, ওরে সাধ না সাধনা,
ও যে আমার মা শিবাললনা।
হয় মনে হেরি নয়নে, এ যে শ্যামা শ্যামে মিলনা।
ওরে কাল রঙের এত জ্যোতি, দেখি নাই কভু এমতি,
না হ'লে ব্রজে শ্রীমতি, ভুলে যায় আপনা।
বদন বিমল, করে ঝলমল, যেন সুধা সরল,
ও তাঁর চরণ-কমলের নাহি তুলনা॥

---

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও আমার সাধের ননদিনী,
ও আমার সাধের ননদিনী,
তুমি শুন না কেন গানের কাহিনী।
তোমরা হও কোনা, কোনা বন বাকস বাসিনী।
গান শুনলে পরে, পরাণ ধড়ফড় করে
ধরে ছট্‌ফটানি।
যেমন গান শুনতে মজবুৎ, তোদের হয় না খুৎ,
দু'টী ভাই ভগিনী।

---

বাউলের সুর।

হো হো হো কিবা পিরীত ধরায় যায়ে যায়েতে,
হে বিধি একি দেখি তোমার সৃষ্টিতে।

অমৃত হয় বিষে ভরা তোমার ভাণ্ডেতে,
এরা কেহ না হয় ছোট, কেহ না হয় বড়, যায় সমভাবেতে।
যেমন তপ্ত তৈল মিশ্রিত কাঁচা বেগুণেতে।
কেহ বা দড়, হয় মুখর, করে ঝকড়, মনের দম্ভেতে।
এরা মারে না হাতে, মারে ত' ভাতে,
যায় ত' পথে......কেহ না পারে জানিতে।
কেহ বা যান, বয় খরশান,
নদী সমান, ফাল্গুনেতে।
যেমন দুই পুরুষ মাঝার, হইলে সাক্ষাৎ কার,
করেরে হুঙ্কার, যায় সটাপটাতে।
হে বিধি তোমার কি বিচার, এ'তে সংসার হয় আঁধার,
যায় রসাতলেতে।
থাক্‌বো না ত চিরকাল, বলে যাই ভোরে গাল,
দিন যে নিকটেতে এলো, মুখে হরির নামটী বল,
যা' গড়াতে করি দণ্ডবৎ, রাখি তব চরণেতে।

---

সিন্ধু—যৎ।
সংবাদে কি দরকার।
না জানা ভাল এ সমাচার।
সংবাদ লইয়ে, কেন মনে বেদনা পাইয়ে,
হ'বে অন্তর আঁধার,
দিন ত আগত হ'লো, ও ভেবে কি হ'বে বল,
মুখে বিভুর নামটী বল অনিবার।

---

বাঁরোয়া—ঠুংরী।
ওরে খেলবি যদি তাস।
মিটিয়ে মনের আশ।

খেল্‌বি গেরাফ্‌, দলিয়ে রিপু,
খাইয়ে দিবি হাবুডুবু, ক'রে দিবি ফাঁস।
চৌদ্দে চৌদ্দ পোয়া জমী, তাতে বসাবিরে গোলাম স্বামী
জিৎবিরে ভবভূমি, যাবিনি রে আর আশ পাশ।
ছক্কা, পঞ্জা কত, হবে রে তোর হস্তগত,
রিপু হ'বে পদানত, মায়ে ব'লে রিপুদলে জিৎবি রে অনায়াস।

---

বসন্ত—একতাল।

ল'য়ে সামন্ত, সম্রাট্‌ বসন্ত আগত হইল।
গভীর গর্জ্জন, ক'রে সেনাগণ, গরবে গর্জ্জিল।
দিল সাড়া, পাড়া পাড়া, পিয়াল কোকিল।
কত ডাকে হঁকে, দিকে দিকে, পাপিয়া দহিল।
বৌ কওনা কথা, কেন রহ মৌনিতা, ব'লে গাহিল।
ক্ষুদ্র সৈন্য শিখীচয়, সবে হয় প্রফুল্ল হৃদয়, সুরবে রব করিল।
ছিল চুপে, বন ঝোপে, এবে গায় দম্ভে, জগতে মাতিল।
নাশিয়া শীত অরি, আনন্দে ভরি, উচ্চরব করি, বিভুগান ধরিল
দেখ বনরাজে, কিবা লতা কুসুম সাজে,
বিভুর হাসি রাশি বিরাজে, গৌরবে সৌরভ ছুটিল।
প্রকৃতি সতী প্রফুল্ল মূরতি, বসন্তে বসতি, ফুল্লভরতি,
মধুর হাসি হাসিল।

---

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ওমা শ্যামা সাজালে মা ভাল ছেলে দলে।
ওমা শঙ্করী। কোলের ছেলে ল'য়ে কোলে।
তারা বন্দে মাতরম্‌ বলে।

পাগল মায়ের পাগল পুত্র, পাইয়াছে মা ভাল সূত্র,
কাঁপায় ধরা ধরাক্ষেত্র ধরা রাখ্‌বে ব'লে সবলে।
ওমা তোমার কৃপায় কি না হয়, কিছু করেছে মা সঞ্চয়,
তোমার সন্তান সমুদয়, তারা ক্ষেপেছে মা রণস্থলে,
তারা ক্ষেপেছে মা রণস্থলে।

---

বাউলের স্বর।

একি চুরির ব্যাপারী, একি চুরির ব্যাপারি,
যাই বলিহারী।
নিকেতন নগর চন্দন পালিত বাড়ী।
যাক্‌ সে ধন, থাকুক প্রাণ, হবে কত টাকা কড়ি।
অন্দর ঘরে চুরি করে, দুই পুরুষ নারী নরে,
যুক্তি করি।
কত স্বর্ণ আভরণ, হিরার গঠন,
মনের মতন অর্থ ব্যাগ ভরি।
মেয়ে রাঁধুনি, যেতে বামুনী,
করে এমনি দ্বারের দ্বারী।
ওহে পালিত মহাশয়, একি বিচার হয়,
ছেড়ে দেওয়াত উচিত নয়, অনায়াসে দিলেন ছাড়ি।
তুমি হে ধর্ম্ম অবতার, ধর্ম্মেরি আকার,
ধন্য কার্য্য তোমার নয়ন হেরি।
আমি হে তোমার, তোমার নন্দী পতি,
রুষ্ট হইও না মম প্রতি, করি তব চরণে প্রণতি বারে বারি॥

---

কাফিসিন্ধু—যৎ।

কিবা মহরম যায়।
হস্তী পায় পায় পায়।
করী পৃষ্ঠে গাঁথে, রুহি মৎস্য তাতে,
উর্দ্ধে অর্দ্ধ ঝুলায়।
করে আমোদ, রাজ মত্ত মদ,
রঙ্গ বিরঙ্গে সাজায়।
গজের উপরি, আছে বস্তা ভরি,
চাল করি সদা বিলায়।
বাজে করতাল, করে গোলমাল
ঝমকে ঝমকে বাজায়।
গজ চলে দমক, মেদিনী হয় কম্পক,
থমকে থমকে ধায়।
মান্যবর মাতোয়ালী, হয় মায়ের কুতুহলী,
অনিবার অর্থ বিলায়।
ধন ধর্ম্ম মাতোয়াল, আসিয়া মহীপাল,
হ'য়ে দয়াল দান প্রদান করে ধরায়।
হস্তী পাছে বরাবরি, যায় নিশান ধরি,
কিবা বন্ধন কেয়ারি রজ্জুতে বন্ধন তায়।
অশ্ব পৃষ্ঠোপরি, আছে তীরে ঘেরি,
চলে দুঃখে ভরি মনে দুঃখ পায়।
হের রে সিংহাসন, শূন্য যে রাজন,
ইমাম হোসেন গেলরে কোথায়।
পশ্চাতে বিবি জানে না, অবলা ললনা,
কিছু ত জানে না, আছে মৃত্যুপ্রায়।
যত সৈন্যগণ, করয়ে রোদন,
খেদে হৃদয় চাপড়ায়।

হয় লোকে লোকারণ্য, যেন অরণ্য, অগম্য বন্য,
ঠেকে মাথায় মাথায়।

---

বেহাগ—একতাল।

জাগিয়ে জাগরণ, দেখরে নয়ন।
ঘুমালে হ'বে না দরশন।
দেখ আলোক, ল'য়ে যায় লোক,
যে আলোকের নিবিড় বন।
আলো যায়, দেখ তায়,
শোভা হয় কিবা ঘনে ঘন।
যায় ঝাড় বন্ধানি, লয় লোক দু'জনি,
মাঝে মাঝে গাঁথনি, ধরে এক এক জন।
শেষে আয়, ত্যজি যায়,
ধরে স্কন্ধে করিয়া বাহন।
তাজিয়ার মাথে হয়, দ্বিতীয় চন্দ্র উদয়,
কিবা চাঁদের কিরণ।
আলোক মাঝে যায়, মোগল সম্প্রদায়,
করে হায় হায় হায়, কোথায় রহিলে ইমাম হোসেন রাজন্!
খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখিতে না পায়,
পুনঃ ঘরে চলে যায়, করে রোদন।
দুঃখের পরব, নাহি মহোৎসব,
কেবল হাহা রব, ভাল লাগে না এখন।

---

কাফিসিন্ধু—যৎ।

দোলত দোলেতে নাগর রসিয়া।
ল'য়ে কোলে বামে রাধা রমণিয়া।

দি' আগু রঙ্গ ফাগু,
দুই চরণ ভরিয়া।
দি' অঙ্গে, ত্রিভঙ্গে, রাধাসঙ্গে,
রঙ্গে রঙ্গিয়া।
বৃন্দাবনময়, আছে যথা সখা-সখীচয়,
সবে সুখময় আছে ফাগে ডুবিয়া।
ডালে কোকিল, ভ্রমরা কাল, ওহে যমুনা জল, লালে লাল,
লালে লালিয়া।
সুখে পিক ময়ুর ময়ুবী হরষিত, লালে হ'য়ে ভূষিত'
হাসিতে হাসিতে ভেসে যায় হাসিয়া।
দেহ ত করতালি, সবে কুতূহলী, নাচে ত গায় হলি,
তালে তালে হরি হরি বলিয়া।

---

পূরবী—আড়াঠেকা।

সন্ধ্যা বেলা একি জ্বালা।
পায়ে বাজে গো হাড় ঢেলা।
যাই বাহিরে প্রাচীর পারে,
দেখি ভগ্ন বাড়ী গাছপালা।
দেখ স্বজনী যায় লো প্রাণী, এমন দেখিনি।
হরি হে একি দেখি তোমার খেলা।

---

জংলা—কাওয়ালী।

ছিল বন গহন এবে উদিল ভাস্কর।
আলোকে পুলক পূরিল হুগলি সহর।
ধন্য রাজ সাহেব বি, দে ব্রজেশ্বর।
দেখান এক্জিবিসন লোক মনপূর।

দেখালেন নানা রকম বিরকম মনোহর।
দেখান রঙ্গস্থান নয়ন শ্রবণ তৃপ্তিকর।
দেখ বাজী আলোক, দেখয়ে লোক,
যেন মানবের প্রাচীর।
দেখরে মান, প্রমাণ, বড় বৃক্ষ সমান,
চালার ভিতর।
দেখ বড় নারিকেল, কাফির মেল,
বেগুনের ঠেল, বড় বড়।
ধান্য নানা ধরণ, সরু মোটা গড়ন,
ওরে নয়ন নেহার।
দেখ সূতা তাঁত, আছে কত শত,
পারে যত, এনে করে হাজির।
বড় লঙ্কা, দেখে হয় শঙ্কা, সবের হ'তে দেয় ডঙ্কা,
লালে গর গর।
ঔষধ কবিরাজ, থরে থরে সাজি,
তাহার মাঝে,
কেউ নাই এখানে রোগী জর জর।
কত ছবি শিল্প, নহেত অল্প,
রবে চির গল্প, করে শিল্পকর।
কিবা আসন, দেখরে বসন,
পাড়ে জরির লিখন, গানের অক্ষর।
কত খেলনা, সোনারূপা গহনা,
সবে দেখনা, কর প্রফুল্ল অন্তর।
দেখিলাম সকল, না দেখি কেবল,
হলো লোকের গোল, দোকান পাথর।

রম্য রঙ্গস্থানে, মহিলাগণে, বসিবার আসনে, সুবন্দোবস্তে,
হারিয়াছে কলিকাতা সহর।
ধন্য সাহেব উচ্চ আশয়, একজিবিসন্ দেখায়,
লোক সম্প্রদায়, মঙ্গল করুন তাঁর ঈশ্বর।

---

কাফি সিন্ধু—যৎ।

শোন মা শোন মা পার্ব্বতী।
এমন অসৎ সঙ্গে বসত ক'রে হলো দুর্গতি।
অসতেরে কর সৎ, জ্বলায় না যেন জগৎ,
হয় যেন মা তোমার সৎ, করি মিনতি।
জ্বলিছি মা বারে বারে, আর জ্বলিওনা এ সংসারে,
বলি মা তোমায় বিনয় ক'রে, তব চরণে করি নতি।

---

বাঁরোয়া—কাওয়ালী।

এ জনমে আমার, বিভু দিলেন ভার,
করিতে রাক্ষস সংহার।
আর কি ভয়, হলো কুরু জয়,
বল জয় বিভুর জয়, কেবল নিল নাহি তুল যাঁহার।

---

ভৈরবী—কাওয়ালী।

রন্ধ্রগত শনি ছিল মম ঘাড়ে।
আমি জানিলাম রে এতদিন পরে।

কাল মুখ, কাল চোখ,
দিলে কত দুঃখ, হাড়ে নাড়ে।
এখন ছাড়িল শনি, দাও হরির ধ্বনি,
বিশ্বনাথ কর এমনি, আর না স্কন্ধে চড়ে।

---

## কাশীর গীত।

জয় শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা।

কাফি—যৎ।

কি দোষে আমারে করিলে নির্ব্বাসন।
হরি কহ বিবরণ, শুনে জুড়াক্ জীবন।
আমার সাধ ছিল, জনমে চিরকাল,
এবে হইল ভাল, তাই আনিলে কাশীভবন।
হেথা যাহা করিতে, আশা এভিতে না ফেল মায়াতে,
ওহে সুজন সুমতে করহ পূরণ।

---

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমায় আনিলে কাশী, দিয়ে ফাঁসী,
টেনে আমারে।
আসি বরাবর, চড়িয়া রেল পর
বেদনা পাই শরীরে।
কেটেছে পর্ব্বত সুড়ঙ্গ দেখিতে বড়ই রঙ্গ,
না হয় ভঙ্গ, যাই বায়ু ভরে।
চলেছে ঐ যায় দেখা, ঘন মসি রেখা,
চরণাদি রেখা, আহা চিত্রকরের চিত্র আঁকে বিশ্ব বিশ্বন্তরে।

দেখি কত নদ নদী, জমি জল হিমাদ্রি,
আসি মোগলসরাই অবধি, শোন নদীধারে।
আছে থরে থরে থাম, বিরনব্বুই যাম,
অনুপম বিশ্বপতির বিশ্বের কাম সাজিয়ে সুবাহারে।
আসিতে আসিতে, নিরখি দূর হ'তে,
বিচিত্র কাশীখানি, আঁকা ছবিতে গঙ্গার ওপারে।
কাশীর এমতি, কোলে বহে গঙ্গা সতী,
হেরে মন ভরি গেল ভক্তির পাথারে।
দেখা যায় বেণীমাধবের ধ্বজা,
উড়ায় স্বর্ণ-নিশান বিশ্বেশ্বর রাজা,
আছে কত শত সোপান বসি সোজা,
মন পুলকিত হেরে।
শেষে আসি শিকরল, ওহে বিশ্বনাথ তোমার মহল,
থাকি এমন বনস্থল, না পাই দেখিতে তোমারে।
দেখি কেবল অসি বরুণা দূর হ'তে তব রাজ্য পাটনা,
সকলি তোমার করুণা।
যবে হেরিব তোমারে, দুঃখ যাবে দূরে,
দিয়ে চরণ-রেণু তার নীরদারে।

---

মেঘ—একতাল।

বরুণার জল দেখ করে ঢলঢল।
স্নান করিলে প্রাণ হয় শীতল।
পার্শ্বে আসি, ঘেরেছে সুন্দরী অসি,
হেরে তামসী জীবে করে নির্ম্মল।
অদূরে দেখা যায় পোল, বরুণে গাঁথে শিকলে শিকরোল॥
নাহি হেথা কাশীর পোল, এ ধাম কাশীধামে মিলিত হইল।

তরলা গঙ্গার সনে, বাহিত দুই জনে,
মিলিত অসি বরুণে—
আদরে হৃদে ধরে মণ্ডলাকারে হর-গৌরীর চরণ কমল।

———

ভৈরবী—ঠুংরী।

মা! তুমি আছ ওপারে।
আমি হেরিব তোমায় কেমন ক'রে।
আশা মম চিরকাল, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা—
আর যত আনুষঙ্গন, সফল হবে হেরে।
কর করুণা, দিয়ে কৃপা-কণা,
ওমা শিব ললনা তার আমারে।

———

ভৈরবী—একতাল।

ওহে কাল ভৈরব!
শুনি কাণে তুমি মহা মহোত্সব॥
পূজা লও, দেখা দাও,
স্থির হ'ক আমাদের উপদ্রব।
আমি তাই, তোমারে জানাই, শিবের দিব্য দোহাই,
করি বারেবারে প্রণতি চরণে তব।

———

আড়ানা—কাওয়ালী।

হাঁড়ি কেনা ক'রে ছলনা, দেখি বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা,
কি জানি কে টানে, কাশীধাম পানে,
হেরি নয়নে ব্যাপীজ্ঞান শিব শিবাঙ্গনা।

কিছু না দেখি, দরশন বাকী,
তাহাতেই সুখী—
নিরখি শিবের স্বর্ণ মন্দির, শিবার বালাখানা।

---

বাঁরোয়া—তৃতালী।

ওমা শঙ্কটে শঙ্কট-তারিণী।
দেখ মা ওমা বিপদ-হারিণী॥
প'ড়েছি মা ঘোর সঙ্কটে, জানাই মা তাই তোমার নিকটে,
কহি করপুটে, পাই যেন মা তব চরণ তু'খানি।
বেদাগমে আছে গাঁথা, তোমারি গুণগান কথা,
এসেছি মা তোমার হেথা, হর মম তুঃখ তুঃখ-নিবারিণী।

---

কেদারা—যৎ।

দেখিয়ে কেদার।
মম মন হইল উদার॥
কিবা মন্দির, আওয়াজ গম্ভীর,
সুগন্ধ অপার।
কিবা বিচিত্র দীপিকা আলো, বাজে বাদ্য ঘণ্টা করতাল,
সাধু শান্ত বম্ ভোলা শঙ্কর বোল যার।
নিরখি তু'টি অ'াখি, হইল হৃদয় সুখী,
প্রণতি করে নীরদা চরণে তোমার।

---

মালকোষ—কাওয়ালী।

দেখি ঘাটে বসি,
গঙ্গা-সঙ্গমে বারাণসী।
ধীরে ধীরে, নামি গঙ্গাতীরে,
নীর পরশি।

উঠি করিয়ে স্নান, গোপুচ্ছ করিয়ে দান,
বলিতে হয় গোমাতার কানে কানে—হর পাপরাশি।
হেথা শিবের বড়ই নাট, কিবা সুন্দর ঘাট,
পেতেছে তক্তাপাট সঙ্কল্প করি তাহাতে বসি।
এখানে এক বড়ই রঙ্গ, ছত্রদানে হয় না ছত্রভঙ্গ,
ভয়ে হয় আতঙ্ক একে মোরা বিদেশী।

---

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

কে জানে মা, তব মহিমা, ওগো চৌষট্টি যোগিনী।
চৌষট্টি যোগ করিয়া সংগ্রহ, বিহার একাকিনী।
ওমা বিশ্বরূপা, বিশ্বমূরতি, আরাধ্য যোগ তব সংহতি,
ওগো মাগো সতী, যোগবতী যোগরূপিণী।
এক যোগের শতাংশ তব, পায় যদি মা মানব,
তরে যায় মা এ ভব, ওমা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।

---

দেশ—ঢিমা।

কোথা মণি, কোথা কর্ণিকা।
নাহি কিছু তব চিহ্ন আঁকা।
হেরি জলময়, পূর্ণ হয় সমুদয়,
বুঝি মম সনে করিয়ে দেখা।
হেরি জল মাঝারে, বুড়ে মন্দির অর্দ্ধাকারে,
শিব রত্নেশ্বরে, হয় শোভিকা।
নব দৃশ্য হেরি, নয়ন প্রাণ ভরি,
ওমা সুরেশ্বরী, কত রঙ্গে তব অঙ্গ হেরি—
অপূর্ব্ব মূরতি, এক অঙ্গে মণি সতী,
বিশ্বনাথের কতই কীর্ত্তি, হেরে মন হয় পুলকা।

---

ভৈরব—ষৎ।

ওহে বিশ্বনাথ, বিশ্বপতি।
দেখিয়ে তোমার আরতি, আমার বেরিয়ে গেছে পিত্তি॥
ঘামি দর দর, পড়ে ঝর ঝর,
হই কাতর, না পাই সোয়াস্তি।
হেরে চন্দ্র বদন, একাগ্রে নিরখি বাঁচে জীবন,
আমি বলছি সত্যি সত্যি।

---

বেহাগ—একতাল।

কি জানি কার করুণা।
দেখিব কাল ভৈরব, এই ত মনে বাসনা॥
দেখি বেণীমাধব, শঙ্কটা সতী, কাল ভৈরব, দেবদেবী নানা॥
বেণীমাধবের ঘরে, কিবা বাদ্য বাজে নহবৎ, উচ্চৈস্বরে,
মন প্রাণ হরে, সুখী করে শ্রবণা।
কত কাশীর পাণ্ডা ব্রাহ্মণ, পথে পথে করে জ্বালাতন,
করে সম্ভাষণ, বলে তুমি অন্নপূর্ণা।
দাঁড়ায় ভিখারী সারি সারি, যেতে না পারি,
হ'ল একি বিড়ম্বনা।
দেখি লক্ষ্মী নারায়ণ, সাক্ষী রাম সনাতন,
কর রে মন সুখে দরশন, যাবে জীবন-যাতনা॥
আছে প্রসাদ বরাবর, হেরিলে নিজ কায়া-ছায়া চন্দ্রকূপেরি ভিতর,
ছয় মাস অন্তর যমপুরে যায় না।
হের চন্দ্রকূপ, চন্দ্রেশ্বর মহাভুপ,
অপরূপ দরশনা।
কূপে হেরিলে নিজ কায়া, ছয় মাসের ভিতর যমপুরে যায় না,

আছেন বদ্দরী নারায়ণ, পাপ তাপ করিয়ে হরণ,
করিলে দরশন, যায় যত যাতনা।
হের মঙ্গলা কালী, শঙ্করী আছেন সিদ্ধেশ্বরী,
সর্ব্বকাল সিদ্ধ করি, পূরায় মন বাসনা।
দেখরে তৈলঙ্গ স্বামী, পূজিয়ে জগৎ-স্বামী,
এখন হ'লেন চিরগোস্বামী, প্রস্তরে নির্ম্মিত বসে আছেন দেখনা।
শেষে যাই কাল-ভৈরব দরশনে, হৃষ্ট মনে হেরে নয়নে,
হ'ল প্রফুল্ল-মনা, নীরদার গেল মনের বেদনা,
দেবদেবীর চরণে করি বন্দনা।

---

বাঁরোয়া—কাওয়ালী।

তব সংসারের সার।
ক'রেছ গো কালী পার।
আছি আমরা সুখে সুখে, যায় না মন অন্য দিকে,
আছে মন উপর তোমার।
ক'রেছ গ্রহণ, সংসার বহন।
ক'রে কত যতন, লয়েছ ভার॥
কভু কোনকালে, পড়নি সংসার জালে,
এ কালে আমাদের কর উপকার।

---

ভৈরবী—যৎ।

হরি তোমার কি ভাব।
কি জানি কি কব॥
তোমার অন্তর, মহা-সাগর,
তাহে গভীর এত গুণ তব।
জানাতে আমারে, ভাসালে পাথারে,
মরি বুড়ে আর কত খাবি খাব।

---

সিন্ধু কাফি—ঠুংরী।

ওরে! চিন্তা অসুর।

মন দেহ হ'তে ত্বরা হওরে দূর॥

তোমার প্রভাবে জ্বলি অবিরত, মর্ম্মে বেদনা পাই, হই মর্ম্মাহত,

হওরে গত ওরে চিন্তা ক্রুর।

একে যরি জ্বলে, তাহে দিলে ঘৃত ফেলে,

ক'রে প্রচুর।

ছেড়ে দাও আমারে, বলিরে বিনয় ক'রে,

যাই সেই আগারে, যথা আছে চিন্তামণিপুর।

---

বাহার—একতাল।

আজ কি ভাব ধর।

ওগো বরুণা তব কলেবর॥

ছিল রাঙ্গা জল, হঠাৎ হ'লো সুনির্ম্মল,

ধরিল ধবল আকার।

সতী শ্বেতবতী, কোন্ কামধেনু দুগ্ধবতী,

ঢালে অঙ্গে দুগ্ধ তোমার উপর।

তোমারে কে আনিল, কে বাঁকাল,

কে শিখাইল ধাইতে সাগর।

আছ কাশীধামে, পূরিয়ে ঘনশ্যামে,

স্বধামে বরাবর।

পাইয়ে ভাদ্র-ষষ্ঠি তিথি, শ্বেত বরণ শ্বেত মূরতি,

তাহে স্থির।

---

পূরবী—আড়া।

কেন বা এলে, কেন বা গেলে চলে।

বল গো সকল আমায় খুলে॥

কত নাছ, কতই কাছ, শেষে যাও পাছে ফেলে।

কি কারণে আও,
কেন বা যাও,
কেন নাহি রও,—
তোরে আসা যাওয়া কে শিখালে,
পথ কে দেখালে।
জানি শ্যামা মায়ের খেলা,
অন্ত হয় না মা কি তব লীলা,
ছুটে যাই মা এই বেলা,
শরণ লই মা তোর চরণতলে।

---

বাগেশ্রী—আড়া।

করগো দয়া,
হর মম দুঃখ হয়জায়া।
সংসার অরণ্যে, দুঃখ সুখেরি জন্যে,
করিয়ে ভ্রমণ, এসেছি মাগো ছেদিয়ে মায়া।
তোমার কৃপা হ'লে, আমি জ্ঞান পাই অবহেলে,
যাইগো চ'লে, দাও যদি পদ-ছায়া।

---

দেশকার—তৃতাল।

হ'ল তাঁতীর তাঁত বোনা।
আমার কবে হ'বে মা কাপড়খানা।
মা! কত আসি, কত ফিরি, কত করি আনাগোণা।
পায়ে কত হয় গো বেদন, তোমার প্রাণে কি লাগে না বেদন,
শুনেও কি করনা শ্রবণ, মা আর'ত আমি পারি না।
মা মা ব'লে যত ডাকি, শুনেও শোন না কি,
আর কত দিন আছে বাকী,
শ্যামা আমায় ব'লে দে না।

---

পূরবী—আড়া।

ফিকি ফিকি ফিকি চাঁদ হাসে,
সুনীল গগণে ঝিকি ঝিকি তারা ভাসে॥
একে বিটপী ঘন বন, তাহে ঢালে ফিকি কিরণ.
মেঘদল কত যায় আসে।
নদী সৈকতে. জনভূমি জগতে,
সুধা-আধ কিরণ বিকাশে।
ফুল্ল ফুল বন, যেন দেবদেবীগণ,
করে নর্ত্তন, নির্জ্জন নিস্বন—
আঁখি ভরি হেরি কাশীবাসে।

---

বেহাগ—একতাল।

তারা এ সংসারে কার করি ভরসা,
যারে আপন ভাবি সে করে নিরাশা।
করিলে প্রাণপণ,
পরেরে যতন,
সে করে পায়ে পতন,
হানে কুভাষা।
ভাবিয়ে আপনার,
করি সদাচার,
শেষে করে ছারখার,
মিছে দুরাশা।
মনের দুঃখ মনে রহিল,
তারা অসময়ে কেহ না দেখিল,
নীরদার চক্ষু ফুটিল—
পরোপকারে বর দাও,
আমার যেন না হয় নিরাশা।



সমাপ্ত।